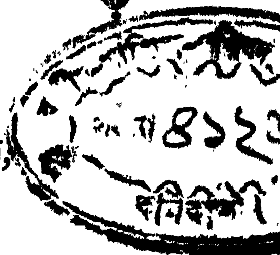
ছেলেদের গল্প

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

প্রণীত।



দ্বিতীয় সংস্করণ।



কলিকাতা;
সিটী বুক সোসাইটী,
৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

১৯১২।

মূল্য ।৵০ আনা।

ছেলেদের গল্প

দ্বীপের কাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৮—সালের অক্টোবর মাসের কথা বলিতেছি। ঐ মাসে "প্রশান্ত" নামক একখানি জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসাগরের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। নানা রঙে সুরঞ্জিত ও নানা দ্রব্যে সুসজ্জিত কেবিন-গুলির সৌন্দর্য্যে জাহাজখানিকে উপকথার একটী মায়াঅট্টালিকা বলিয়া মনে হইতেছিল।

এই মায়া-অট্টালিকার ন্যায় জাহাজে মিষ্টার সিগ্রেব সীডনি যাইতেছিলেন। সীড্‌নি নিউ-সাউথ-ওয়েল্‌সের একটী প্রধান সহর। মিষ্টার সিগ্রেব সীড্‌নি গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ কর্ম্ম করেন, অনেক বেতন পান; তা ছাড়া তাঁহার বিস্তর জমী এবং বিস্তৃত কৃষি-কার্য্য আছে।

কিন্তু মিষ্টার সিগ্রেবের কর্ম্মস্থান সীড্‌নি হইলেও তাঁহার জন্মস্থান ইংলণ্ডে; তিন তিন বৎসরের ছুটি লইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। এখন ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে, তাই কৃষিকার্য্যের উপযোগী বহু জিনিস পত্র—লোহা, লোহার কল, পেরেক, চেয়ার, টেবিল গরু, ভেড়া, ছাগল, এবং আরো অনেক মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী লইয়া সীড্‌নি যাইতেছেন।

ছেলে মেয়েদের ভিতর মাষ্টার উইলিয়মই সব চেয়ে বড়। উইলিয়মের বয়স বার বৎসর।

উইলিয়ম এতক্ষণ কেবিনের ভিতরে ছিল; এখন সূর্য্যের স্বর্ণ-কিরণে চারিদিক রঞ্জিত দেখিয়া, ধীরে ধীরে ডেকের উপরে আসিল। একটী জায়গায় দাঁড়াইয়া সমুদ্রের শোভা দেখিতে লাগিল।

এই সময় জাহাজের একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী কেমন এক স্নেহমাখা দৃষ্টিতে উইলিয়মের প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় সুন্দর মুখখানি, আনন্দ ও সরলতায় উজ্জ্বল নয়ন দুটী এবং সবল ও সুকুমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এই বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর নাম মাষ্টার ম্যান রেডী। রেডী স্ত্রী পুত্র বিহীন; সংসারে তাহার কেহই নাই। কিন্তু সংসারে কেহ না থাকিলেও রেডীর হৃদয় মমতায় পূর্ণ। রেডী বালক বালিকাদিগকে খুব ভাল বাসিতে পারে। আজ কয়েক দিন জাহাজে মাষ্টার উইলিয়মকে দেখিয়া রেডীর বড়ই ভাল লাগিয়াছে, তাহার মনে একটি বাৎসল্যের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

উইলিয়ম সমুদ্রের শোভা দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে একটী গান গাহিতে লাগিল। গানটি বৃদ্ধ রেডীর বড় মিষ্ট লাগিল, গানের সুরে তাহার শৈশব-কাহিনী মনে পড়িল। রেডী ভাবিতে লাগিল,—

"আমার সেই সোণার শৈশবে সন্ধ্যার আগে সমুদ্রের তীরে বসিয়া থাকিতাম, শাদা পাল খাটানো এক একটা জাহাজ চলিয়া যাইতে দেখিতাম, এবং আমিও ঐ বালকের মত উদাস মনে গান গাহিতাম। ভাবিতাম, সমুদ্রের ওপারে বুঝি কোন মায়ারাজ্য আছে। জাহাজের কাপ্তেনেরা ইচ্ছা করিলে বুঝি সেই মায়ারাজ্যে যাইতে পারে। আমার তখন জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে কি ইচ্ছাই হইত! হায়, সেই ইচ্ছাই ত আমার উন্নতির পথ বন্ধ করিল।"

ইহার পর রেডী আস্তে আস্তে উইলিয়মের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল;

বৃদ্ধ রেডীর মুখে কেমন এক পবিত্র, সরল ও প্রসন্ন ভাব ছিল। তাই রেডীকেও উইলিয়মের খুব ভাল লাগিল। উইলিয়ম জিজ্ঞাসা করিল :—

"তুমি বুঝি জাহাজে কর্ম্ম কর ?"

"হাঁ।"

"তোমাকে কি করিতে হয় ?"

"আমি কাপ্তেনের সহকারী; আমাকে খালাসীদের কাজ কর্ম্ম দেখিতে হয়।"

"তুমি কত বৎসর জাহাজে কাজ করিতেছ ?"

"এই পঞ্চাশ বৎসর।"

"পঞ্চাশ বৎসর! তবে ত তুমি সমুদ্রের কথা বেশ ভালই জান ?"

"হাঁ, তা জানি বই কি।"

"আমরা এখন কোথায় আসিয়াছি, কোন্ দিকে যাইব, আমায় কি তা বলিবে ?"

রেডী একটী ম্যাপ বাহির করিল। জাহাজখানা কোথায় আসিয়াছে, কোথায় যাইবে উইলিয়মকে তাহা বুঝাইয়া দিল। এই সময় কতকগুলি পাখী শাদা ধব্‌ধবে পাখা ছড়াইয়া জাহাজের নিকট দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। উইলিয়ম রেডীকে কহিল, "দেখ কি চমৎকার পাখী! এ রকম পাখী আমি ত আর কখনো দেখি নাই। তুমি কি এই পাখীদের কথা কিছু জান? জানিলে আমায় কি তা বলিবে ?"

রেডী বৃদ্ধ হইলেও তাহার প্রকৃতি বড় মিষ্ট; সে নানা দেশের নানা কথা জানে। তাহার গল্প বলিবার ক্ষমতাও খুব বেশী। রেডী উইলিয়মের প্রশ্ন শুনিয়া একটী সংক্ষিপ্ত ভূমিকা করিয়া পাখীদের সম্বন্ধে

জাঁকাল এক গল্প জুড়িয়া দিল। তাহার পর কথায় কথায় সমুদ্রের অনেক তত্ত্ব, অনেক ঘটনা, অনেক কাহিনী বলা হইয়া গেল। এই উপলক্ষে উইলিয়মের সঙ্গে রেডীর খুব ভাব হইল।

তার পর রেডীর উপর উইলিয়মের একটা আকর্ষণ জন্মিল, উইলিয়ম আর বাপ মায়ের কাছে অনেকক্ষণ থাকিতে পারিত না, সে অনেক সময় রেডীর কাছে বসিয়াই গল্প শুনিত, তাহারও জাহাজের কাপ্তেন হইতে ইচ্ছা হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে দিনটির কথা বলা হইয়াছে, তাহার দুই দিন পরেই ঝড় আরম্ভ হইল! পাহাড়ের মত এক একটা ঢেউ জাহাজখানাকে নাচাইয়া দোলাইয়া ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তবে জাহাজের কাপ্তেন অসম্বরণ একজন পাকা লোক। তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি সেই ক্ষমতাবলেই জাহাজখানাকে এ যাত্রা রক্ষা করিলেন।

চারিদিন পরে ঝড় থামিয়া গেল জাহাজ প্রতি ঘণ্টায় চারি মাইল চলিতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব নিশ্চিন্ত হইলেন। মিসেস্ সিগ্রেব তাঁহার মেজ ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"মাষ্টার টমি, বল ত ঝড়ের সময় তোমার কি রকম ভয় হইয়াছিল?"

টমি। ঝড়কে আমি বড় গ্রাহ্য করি কি না, তাই আমার ভয়। তবে একটা দুঃখ এই যে, আমার ছোট ভাইটি পড়িয়া গিয়াছিল।

মিসেস সিগ্রেব। কি ভাগ্য, বেচারা এলবার্ট যে মারা যায় নি।

মিষ্টার সিগ্রেব। জুনো যদি তাহার প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া এলবার্টকে না ধরিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মারা যাইত।

কাপ্তেন। তা সত্য; জুনোর জন্যই আপনার ছেলেটি বাঁচিয়া গিয়াছে। আমার বোধ হয় জুনোর মাথায় খুব চোট লাগিয়াছে।

যে জুনোর কথা হইতেছিল, সে একটি নিগ্রো বালিকা—মিসেস সিগ্রেবের চাকরাণী। সে চাকরাণী হইলেও তাহার প্রকৃতি সরল ও হৃদয় নির্ম্মল ছিল। সে একটু একটু লেখা পড়াও শিখিয়া ছিল। তাহার স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ প্রকাশ্যে কোন বই পড়িতে সাহস পাইত না; কিন্তু আমরা জানি, সে গোপনে বাইবেল পড়িত; তাহার বাপ মায়ের জন্য মনটা যখন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিত, তখন সে চোখের জলে ভাসিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিত। সিগ্রেব পরিবারের ছেলে মেয়েগুলি তাহার অতিশয় প্রিয় ছিল। সে তাহাদিগকে সুখী করিতে চেষ্টা করিত।

জুনো নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া, মুখখানি ঈষৎ নত করিয়া কহিল, "আমার মাথায় খুব লাগিয়াছিল বটে, তা এখন আর কোন কষ্ট নাই।"

কাপ্তেন কহিলেন, "তোমার মাথায় বড় বড় কোঁকড়ান চুল ছিল তাই রক্ষা, নচেৎ বড়ই কষ্ট পাইতে হইত।"

আমরা এতক্ষণ যাঁহাদের কথা বলিলাম, তাঁহাদের পরিচয়টা আর একটু ভাল করিয়া দিব।

মিষ্টার সিগ্রেব যে কেবল বড় চাকুরী করেন, বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করেন, তাহা নয়; তিনি একজন সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ও কর্ম্মিষ্ঠ লোক। তাঁহার পত্নী মিসেস সিগ্রেবের শরীর একটু রুগ্ন, একটু দুর্ব্বল; কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতি কোমল। তিনি আপনার ছেলে

মেয়েদের ত ভাল বাসেনই, তা ছাড়া পরকেও ভাল বাসিতে জানেন, দুঃখীর জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেও পারেন; গৃহকার্য্যেও তাঁহার মনোযোগ অল্প নহে।

তাঁহাদের বড় ছেলে উইলিয়মের কথা আগেই বলিয়াছি। উইলিয়’মর বয়স অল্প হইলেও সে সাহসী, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; তাহার শরীরে যেমন শক্তি, মনে তেমনই স্ফূর্ত্তি, কাজে তেমনই উৎসাহ।

উই লয়মের ছোট টমাস। টমাসকে সকলে “টমি” বলিয়া ডাকে। টমিরও মনটা বেশ ভাল; তবে সে বড় দুষ্ট, বড় অশান্ত, বড় অবাধ্য; একটা কিছু সুযোগ পাইলেই পিতা মাতার চোখের আড়ালে যায় এবং তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে প্রায়ই একটা না একটা অন্যায় কাজ করিয়া বসে। টমিকে লইয়া মিসেস সিগ্রেবকে বড়ই বিব্রত থাকিতে হয়।

ইহা ছাড়া মিসেস সিগ্রেবের কেরোলাইন নামে সাত বৎসরের একটি মেয়ে এবং এলবার্ট নামে এক বৎসরের একটি ছেলে আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আফ্রিকার দক্ষিণে টেবল্ উপসাগর। প্রশান্ত জাহাজ সেই টেবল্ উপসাগরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে জাহাজ নোঙর করা হইল। কাপ্তেন অস্‌বরণ মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিলেন, "আমরা দুই দিন এখানে অপেক্ষা করিব ; আপনি কি কেপ টাউন দেখিতে যাইবেন ?"

সিগ্রেব। যাইব। আশাকরি আপনিও আমাদের সঙ্গে যাইবেন।

কাপ্তেন। দরকার মনে করিলে যাইতে পারি।

উইলিয়ম। বাবা, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব, আর রেডীকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।

টমি। বাবা, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।

সিগ্রেব। তোমার কথা ত আমি বলিতে পারি না। তুমি যাও, তোমার মাকে গিয়া বল, তিনি অনুমতি দিলে যাইতে পারিবে।

টমি তাহার মায়ের কাছে গেল। কেপ টাউন দেখিতে যাইবার জন্য মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করিল। মা বলিলেন, "তুমি যে দুষ্ট, কোথায় গিয়া কি করিয়া বসিবে, তাহার ঠিক্ নাই ; তোমার কেপ টাউনে গিয়া কাজ নাই।"

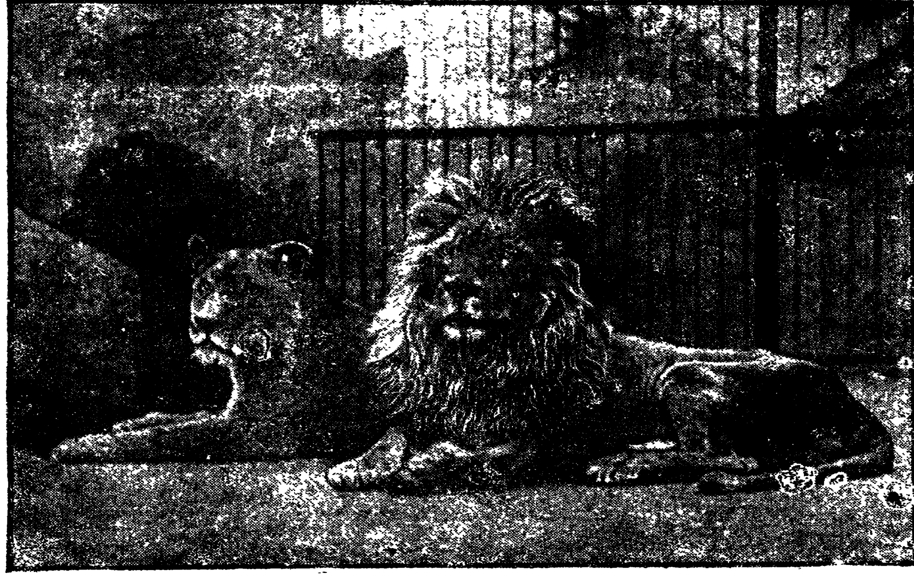
যেমনি মায়ের এই কথা বলা, অমনি টমির কান্না। তা কান্নায় কি হইবে ? মা বড় শক্ত। মা যখন কান্নায় একবার কাণও দিলেন না, বেচারা টমি তখন নিরুপায় হইয়া, কেপ টাউনে গিয়া কোন অন্যায় কাজ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। তাহার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া, মা তাহাকে কেপ টাউনে যাইতে অনুমতি দিলেন।

মিষ্টার সিগ্রেব, মাষ্টার উইলিয়ম, টমি এবং কাপ্তেন অস্‌বরণ্ ও রেডী কেপ টাউন দেখিতে চলিলেন। প্রথম তাঁহারা কেপ টাউনের

সহরটি দেখিলেন। তার পর একটি বাগান দেখিতে গেলেন। বাগানের ভিতর আফ্রিকার অনেক জানোয়ার ছিল। মিষ্টার সিগ্রেব, কাপ্তেন অস্‌বরণ্ এবং উইলিয়ম এক জায়গায় দাঁড়াইয়া জেব্রা দেখিতে লাগিলেন। মাষ্টারম্যান রেডী জেব্রার এক গল্প জুড়িয়া দিল। দুষ্ট টমি এই ফাঁকে সরিয়া পড়িল। যেখানে এক যোড়া সিংহ ও সিংহী ছিল, সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। প্রথম বেশ ভাল মানুষটির মত সিংহ দেখিতে লাগিল। তার পর চট্ করিয়া টমির মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাইল! এক রাশ পাথরের কুচি জড় করিয়া, একটি একটি করিয়া সিংহ ও সিংহীর গায়ে ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। গায়ে পাথরের কুচি পড়ায় সিংহটা ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া রেলিংএর উপর লাফাইয়া পড়িল। তখন টমির ত ভয়েই চক্ষু স্থির! সে চীৎকার করিয়া ডিগবাজি খাইয়া পড়িয়া গেল।

মিষ্টার সিগ্রেব, কাপ্তেন অস্‌বরণ্ সকলেই টমির চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন, টমিকে ধরিয়া উঠাইলেন। সিংহটা তখনও গর্জ্জন করিতেছিল! টমি ভয়ে ভয়ে সিংহের দিকে চাহিয়া বলিল,— "মিষ্টার সিংহ, আমি আর আপনার গায়ে পাথর ছুঁড়িব না; আপনি আমাকে মাপ করুন।"

টমির কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল, বেচারা টমি ভারি অপ্রস্তুত হইল।



সিংহ ও সিংহী

৮ পৃষ্ঠা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মিষ্টার সিগ্রেব, কাপ্তেন অস্‌বরণ্, ইহাঁরা সকলেই কেপ টাউন দেখিয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন। আবার জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অনুকূল বাতাস পাইয়া জাহাজ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

আমরা এই সুযোগে জাহাজের কর্ম্মচারীদিগের বিষয় কিছু বলিয়া রাখি। কাপ্তেন অস্‌বরণ্‌ই যে জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। অস্‌বরণ্ বয়সে বৃদ্ধ, স্বভাবে সরল, কার্য্যে উৎসাহী, এবং অতিশয় কর্ত্তব্যপরায়ণ।

অস্‌বর্‌ণের পরেই মেকিণ্টস্। মেকিণ্টস্ স্কটলণ্ডবাসী। স্কটলণ্ড শব্দটাও যেমন কটমটে, মেকিণ্টসের স্বভাবটাও তেমনি খিটখিটে; তাহার মন ঠিক স্কটলণ্ডের পাহাড়ের মত কঠোর—একেবারে দয়া মায়া হীন। তা বলিয়া মেকিণ্টস্ যে কোন কাজে আসিত না, তাহা নহে। মেকিণ্টস্ খুব পরিশ্রমী, জাহাজের কার্য্যেও বেশ পরিপক্ক ছিল। তবে তাহার কর্কশ ব্যবহারে খালাসীরা বড়ই বিরক্ত হইত।

মেকিণ্টসের নীচেই মাষ্টারম্যান রেডী। রেডী নীচে হইলেও বয়সে, অভিজ্ঞতায়, হৃদয়ের কোমলতায়, সকলের চেয়েই বড়। তাহার মস্তকের কেশ শুভ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল। রেডীর কার্য্য দেখিয়া কে বলিবে সে বৃদ্ধ? ছোট হউক বড় হউক, জাহাজে যখন যে কোন কাজের দরকার হইত, রেডী তৎক্ষণাৎ তাহা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিত। রেডী নামটি ঠিক্ তাহার স্বভাবের অনুরূপই হইয়াছিল। রেডী দশ বৎসর বয়স হইতে কখনো সওদাগরী-জাহাজে, কখনো যুদ্ধ-জাহাজে কর্ম্ম করিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানই ভ্রমণ করিয়াছিল।

ইহা ছাড়া জাহাজে তের জন খালাসী ছিল। প্রশান্ত জাহাজের মত একখানা বৃহৎ জাহাজের পক্ষে খালাসীর সংখ্যা খুব কমই ছিল। তাহার কারণ, ইংলণ্ড হইতে জাহাজ ছাড়িবার পর, মেকিণ্টসের সহিত ঝগড়া করিয়া, অনেক খালাসীই কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, কয়েকদিন সুবাতাসে জাহাজখানা বেশ চলিতে লাগিল। তাহার পরই বাতাস বন্ধ হইয়া গেল।

এই সময়ে একদিন দেখা গেল, এক রকম পাখী সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতেছে। পাখীদের দেখিয়া উইলিয়ম, টমি ও কেরোলাইনের বড় আনন্দ হইল। তাহারা পাখীদের জন্য নানা রকম খাবার জিনিস জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল। পাখীরা আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া সেগুলি খাইতে লাগিল। একটু পরে সেখানে রেডী আসিয়া হাজির হইল। রেডীকে দেখিয়াই উইলিয়ম বলিয়া উঠিল;—

"রেডি, দেখ, কত বড় বড় সব পাখী; আমরা খাবার দিচ্ছি, আর কেমন মজা করে তা খাচ্ছে।"

রেডী কহিল, "সেই যে আমি এল্‌বট্রস্ পাখীর গল্প বলিয়াছি, এই সেই এল্‌বট্রস্। জলচর পাখীদের ভিতর ইহারাই সব চেয়ে বড়। ইহারা যখন দুই পাশে দুইটী পাখা ছড়ায়, তখন এক পাখা হইতে আর এক পাখা এগার ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। শুনিয়াছি, ইহারা না কি আকাশে পাখা ছড়াইয়া ঘুমাইতে পারে!"

এক দিন, দুই দিন এইরূপ তিন দিন বাতাস একেবারে বন্ধ রহিল। তাহার পরই আকাশের অবস্থা খুব খারাপ হইল। শীঘ্রই একটা ঝড় হইবে বলিয়া সকলের মনে আশঙ্কা জন্মিল। কালো রঙের মেঘগুলি মাথার উপর জমা হইতে লাগিল। কাপ্তেন অসবরূণ খুব সতর্ক হইলেন রেডীকে কহিলেন, "রেডি, ঝড়টা কোন্ দিক হইতে আরম্ভ হইবে

বল দেখি ?” রেডী কহিল, “প্রথম হয় ত উত্তর দিক হইতেই আরম্ভ হইবে। তার পরেই ঝড়ের গতি ফিরিবে।”

কাপ্তেন মেকিণ্টস্‌কে কহিলেন, “কি বল মেকিণ্টস্, তোমার কি মনে হয় ?”

মেকিণ্টস্ কহিল—“যে দিক্ হইতেই হউক, একটা যে ঝড় হইবে তাহা ঠিক্; খুব তাড়াতাড়ি কেবিনের জানালার খড়খড়িগুলি বন্ধ করা উচিত।”

ইহা শুনিয়া মিষ্টার সিগ্রেব উইলিয়ম ও টমিকে লইয়া কেবিনের ভিতরে গেলেন। মেকিণ্টস্ খালাসীদের কাজের বন্দোবস্ত করিতে গেল। রেডী কাপ্তেনের কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তখনই বাতাস আরম্ভ হইল। রেডী কাপ্তেনকে কহিল, “তিন দিন বাতাস একবারে বন্ধ ছিল, আর আজ বাতাসের রকমটা দেখুন! আমার মনে হয়, এখনই খুব ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হইবে; ঝড়টা অনেকক্ষণ স্থায়ী হইবে।

কাপ্তেন। অমি আশা করি তাহা হইবে না।

রেডী। আমার কিন্তু আকাশ দেখিয়া বড়ই ভয় হইতেছে। ঐ যে দুখানা মেঘ এক সঙ্গে গিয়া মিলিত হইতেছে, আমি যদি—

আর যদি! রেডীর মুখের কথা মুখেই রহিল। ভয়ঙ্কর শব্দ মেঘগর্জ্জন এবং বজ্রপাত হইল। জাহাজটা কাঁপিয়া উঠিল। বজ্রাঘাতে জাহাজের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া গেল। জাহাজে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

এক দিকে এই বিপদ, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়। ঝড় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল; যে লোকটী জাহাজের হাল ধরিয়াছিল, সে আর হাল ঠিক রাখিতে পারিল না। জাহাজটা সেই ঝড়ের ভিতর একদিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। সমুদ্রের ঢেউগুলি জাহাজের উপরে

আসিয়া পড়ায়, আগুন নিবিয়া গেল। আগুন না নিবিলে একটা ভয়ানক কাণ্ড হইত, জাহাজের লোক জন অনেকেই পুড়িয়া মরিত।

ইহার পর জাহাজের লোকদিগের যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন রেডী ও মেকিণ্টস্ তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া জাহাজের মুখ ফিরাইয়া দিল। জাহাজের যে সকল জিনিষ পত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা ঠিক করিয়া রাখিতে লাগিল। কিন্তু জিনিস-পত্রের শৃঙ্খলা করিতে গিয়া দেখা গেল, বজ্রের উত্তাপে চারি জন খালাসীর মৃত্যু হইয়াছে। ইহাতে কাপ্তেন অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তিন দিন পরে ঝড় একটু কমিল বটে কিন্তু তখনও সমুদ্রের জল ক্ষিপ্তের ন্যায় লম্ফ ঝম্ফ করিতেছিল। এক একটা ঢেউ গর্জ্জন করিয়া জাহাজের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। সমুদ্রের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া অস্‌বরণ চিন্তিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, হয় ত মূল্যবান জাহাজখানা হারাইতে হইবে।

সেদিন রাত্রিকালে ঝড়, অন্ধকার, এবং সমুদ্রের ঢেউ এই তিনই যেন এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জাহাজখানাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রিটা জাহাজ যে কোন্ বিপদ সঙ্কুল স্থানে ছুটিয়া যাইতে লাগিল, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে আরো বিপদ! তখন ঝড় খুবই কমিয়া গেল বটে; কিন্তু দেখা গেল, জাহাজের দুই তিনটি জায়গা ভাঙ্গিয়া ছিদ্র

হইয়া গিয়াছে, সেই ছিদ্র দিয়া জাহাজের ভিতর জল উঠিতেছে। ইহাতে খালাসীরা ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কাপ্তেন অস্‌বরণ্ তাহাদিগকে সাহস দিয়া, ভাঙ্গা জায়গাগুলি মেরামত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা এক নূতন বিপদের সূত্রপাত হইল। ভাঙ্গা মাস্তলের পাশ দিয়া যাইবার সময় সেই মাস্তলের এক খণ্ড ভাঙ্গিয়া কাপ্তেনের মাথায় পড়িল; তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

এই দুর্ঘটনায় আরো অনিষ্ট হইল। কাপ্তেন উপরওয়ালা; খালাসীরা সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত, সকলেই তাঁহার হুকুম শুনিয়া কাজ করিত; কাপ্তেন অজ্ঞান হইয়া পড়ায় কে আর কাহার কথা শুনে? খালাসীরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। কর্কশ প্রকৃতি মেকিণ্টস্ তাহাদিগকে ধমক দিলেন; খালাসীরা অট্টহাস্য করিয়া মেকিণ্টস্‌কে অগ্রাহ্য করিল। তখন শান্তস্বভাব রেডী গিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল :—

"এখন ত ঝড় এক রকম থামিয়া গিয়াছে, আস্তে আস্তে সমুদ্রও শান্ত হইবে"—

এক জন খালাসী রেডীর কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের কাজও শেষ হইয়া আসিবে।"

রেডী কহিল, "তবু যতক্ষণ সময় আছে, ততক্ষণ জাহাজখানাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা উচিত। আমরা যদি এখন জাহাজের জল ছেঁচিয়া ফেলিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে হয় ত জাহাজখানাকে বাঁচানো যাইতে পারে।"

ইহার পর মেকিণ্টস্ একটা মতলব করিয়া খালাসীদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। খালাসীদিগকে কহিল, "তোমরা কি মাতাল? মাতালের মত যা মুখে আসে তাই বলিয়াই সময় নষ্ট কর কেন?"

খালাসীরা কহিল,—কেনই বা করিব না? জাহাজ ত এখনি ডুবিয়া যাইবে।”

মেকিণ্টস্ কহিল, “জাহাজ যে ডুবিতে পারে, সে কথা কে অস্বীকার করে? আমি ত সেই জন্যই আমাদের প্রাণরক্ষার একটি উপায় ঠিক্ করিয়াছি। সেই উপায়টি যে কি, তাহা যদি ভাঙ্গিয়া বলি, তবে তোমরা কি আমার কথা শুনিবে?”

মেকিণ্টসের কঠোর ব্যবহারে খালাসীরা বিরক্ত বটে, কিন্তু তাহার সাহস ও দৃঢ়তায় খালাসীদের বিশ্বাস আছে। খালাসীরা এক বাক্যে বলিয়া উঠিল :—

“শুনিব।”

মেকিণ্টস্ কহিল—“আমাদের জাহাজে একখানা ভাল বোট আছে; বোধ হইতেছে, আমরা কোন দ্বীপের কাছেই আসিয়াছি। এস, এখন আমরা বোটখানিতে খাবার জিনিস, জল এবং অন্যান্য দরকারি দ্রব্য সামগ্রী লইয়া, জাহাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাই। রেডি, তুমি কি বল? পরামর্শটা ভাল কি না?”

রেডী কহিল “ভাল কি মন্দ, তাহা পরের কথা। আগে আমি জিজ্ঞাসা করি, কেবিনে যে যাত্রীরা রহিয়াছেন তাঁহাদের কি উপায় হইবে? কাপ্তেন অস্‌বরণ্ অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারই বা কি করিবে? তোমরা কি তাঁহাকে ফেলিয়া যাইবে?”

একজন খালাসী কহিল “না, আমরা কাপ্তেন অস্‌বরণ্‌কে ফেলিয়া কোথাও যাইব না; তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব।”

রেডী। আর যাত্রীদের?

মেকিণ্টস্। আমাদের বোটখানি ত খুব বড় নয়, আমরা আর কি করিব? যাত্রীদের জাহাজে রাখিয়াই চলিয়া যাইব।

ইহার পর খালাসীরা জাহাজের বোটখানি জলে নামাইল এবং ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী ও দরকারি জিনিস পত্র আর কাপ্তেনকে লইয়া, বোটখানি খুলিয়া যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল।

তখন ঝড়ের আর কোন চিহ্ন নাই। মিষ্টার সিগ্রেব ডেকের উপরে আসিলেন। তিনি চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া রেডীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রেডি, এ সব কি বল দেখি? আমরা কি জাহাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব? খালাসীরা কি কাপ্তেন অস্‌বরণ্‌কে হত্যা করিয়াছে?"

রেড়ী সমস্ত ঘটনা ভাঙ্গিয়া বলিল। মিষ্টার সিগ্রেবের মুখ শুষ্ক এবং ম্লান হইয়া গেল। তিনি কাতরস্বরে রেড়ীকে কহিলেন, "তাহারা কখন চলিয়া যাইবে?"

রেড়ী। তাহারা এখনি চলিয়া যাইবে; আমাদের শুধু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে।

সিগ্রেব। রেড়ী, তুমি কি তাহাদের সঙ্গে যাইবে না?

রেড়ী। আমি যাইব না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মেকিণ্টস্ ও খালাসীগণ কাপ্তেনকে অজ্ঞান অবস্থায় বোটে তুলিয়া লইল। তার পর বোট খুলিয়া চলিয়া গেল। বোট খুলিবার পূর্ব্বে রেডীকেও তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু করুণহৃদয় রেডী সঙ্কটে পড়িয়াও তাহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইল না। সে তাহার নিজের জীবনরক্ষার চেয়ে জাহাজের যাত্রীদিগকে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল। রেডী মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল;—

"হায়, নির্ব্বোধ মেকিণ্টস্ মনে করিয়াছে, আমরা মারা যাইব আর

সে ঐ ক্ষুদ্র বোটখানির সাহায্যে রক্ষা পাইবে! আমাদের মাথার উপরে যে একজন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন, মানুষের জন্ম মৃত্যু যে তাঁহারই হাতে. এ কথা সে ভুলিয়াই গেল!”

সিগ্রেব। তা সত্য, কিন্তু তবু ত মানুষেরও অনেক করিবার আছে। আচ্ছা রেডি, এখন আমাদের জীবনরক্ষার জন্য কি কিছুই করিবার নাই?

রেডী। করিবার যথেষ্ট আছে, আপনি একবার কেবিনে গিয়া মাষ্টার উইলিয়মকে পাঠাইয়া দিন।

মিষ্টার সিগ্রেব ভয়ে ভয়ে কেবিনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উইলিয়ম ও জুনো ছাড়া আর সকলেই ঘুমাইয়া আছে। তিনি উইলিয়মকে ডেকের উপরে পাঠাইয়া দিলেন। রেডী তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিল; পরে কহিল—“আমায় এখন অনেক কাজ করিতে হইবে; তুমি আমাকে সাহায্য করিতে পারিবে?”

উইলিয়ম কহিল, “কেন পারিব না? তুমি ত জান, আমি কাজ করিতেই ভাল বাসি, বসিয়া থাকিতেই আমার কষ্ট হয়।”

রেডী দূরবীক্ষণের সাহায্যে চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে মিষ্টার সিগ্রেব ডেকের উপরে আসিলেন। রেডী মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল, “আমরা বোধ হয় কোন দ্বীপের নিকটেই আসিয়াছি। আমি এমন এক ঝাঁক পাখী দেখিতে পাইয়াছি, তাহারা স্থল ছাড়িয়া কখনই বেশী দূরে যায় না।”

রেডী আবার চোখে দূরবীণ লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। সহসা তাহার মুখ প্রসন্ন হইল; রেডী কহিল “মিষ্টার সিগ্রেব, ঐ দেখিতেছেন দূরে নীল মেঘের মত দেখা যাইতেছে, আসলে কিন্তু ওগুলি মেঘ নয়; দ্বীপের গাছগুলিই মেঘ বলিয়া মনে হইতেছে।” রেডী সেই দ্বীপের

দিকে জাহাজের মুখ ফিরাইয়া দিল। অনুকূল বাতাসে জাহাজখানা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জাহাজখানা কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপের কাছে গিয়া ঠেকিয়া গেল; জাহাজের নীচে খট্ করিয়া শব্দ হইল। রেডী কহিল, "মিষ্টার সিগ্রেব, সকলই সুলক্ষণ; এখন আসুন, আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি।"

মিষ্টার সিগ্রেব ও রেডী নতজানু হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তখন মাষ্টার উইলিয়ম আসিয়া মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল, "বাবা, জাহাজের নীচে যে খট্ করিয়া একটা শব্দ হইয়াছে, তাহা কি তুমি শুনিয়াছ? মা সেই শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, তিনি বড় ভয় পাইয়াছেন; তুমি একবার তাঁহার কাছে এস।"

মিষ্টার সিগ্রেব মিসেস সিগ্রেবের কাছে চলিলেন, কিন্তু তাঁহাকে যে কেমন করিয়া দুর্ঘটনার বিষয় বলিবেন, কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন, তাহাই ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তথাপি তিনি মিসেস সিগ্রেবের নিকটে গিয়া ধীর শান্ত ভাবে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। মিসেস সিগ্রেব নীরবে শুধুই অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। মিষ্টার সিগ্রেব সে করুণদৃশ্য কেমন করিয়া দেখিবেন? তিনি রেডীর নিকটে আসিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। রেডী ভিতরের কথা ত কিছু জানিত না; সে মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল,—"জাহাজটা একবারে মাটিতে ঠেকিয়া গিয়াছে, এখন একটা ঝড় আসিলেই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। তা হো'ক, সেজন্য আর আক্ষেপ নাই। এখন শুধু আপনাকে আর উইলিয়মকে আমার একটু সাহায্য করিতে হইবে; আমাদের জাহাজে একটা ভাঙ্গা বোট আছে, আমি সেটা মেরামত

করিতে চেষ্টা করিব, মেরামত হইলেই সেই বোটের সাহায্যে তীরে যাইব ; দ্বীপের উপরে উঠিয়া সেখানে থাকিবার মত একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইব।"

মিষ্টার সিগ্রেব। দ্বীপের উপরে উঠিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত? কি রকম বন্দোবস্ত রেডি? আমরা কেমন করিয়া ঘর তৈরী করিব? কি খাইয়া বাঁচিব থাকিব? কিরূপে নিশ্চিন্ত হইব?

রেডী। চাহিয়া দেখুন—সারি সারি কত নারিকেল গাছ ; আমরা ঐ গাছ কাটিয়া, গাছের পাতা দিয়া ঘর তৈরী করিব। নারিকেলের শাস ও জল খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিব। তবে কি না এখানে পরিষ্কার খাবার জল পাওয়া কঠিন হইবে, কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করাও নিষ্ফল ; এই নির্জ্জন দ্বীপে আমাদের সুবিধা মত সব জিনিসই যে পাইব, এরূপ আশা করা অন্যায়। আপনি ঈশ্বরের করুণায় নির্ভর করুন ; ঈশ্বরের হস্তে আপনার সকল ভার অর্পণ করুন ; তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই পূর্ণ করিবেন ; তাঁহার ইচ্ছা হইলে আবার আপনাকে স্বদেশে আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও লইয়া যাইতে পারেন।"

মিষ্টার সিগ্রেব। রেডি, তুমি যাহাই বল, আমি কি কিছুতে নিশ্চন্ত হইতে পারি? এই যে নির্জ্জন দ্বীপ, এখানে কি কোন কালে কোন জাহাজ আসিবে, না কোন লোকজনের সঙ্গেই দেখা হইবে? আর কি দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিব? এই দ্বীপে বাঁচিয়া থাকিতেও পারি, কিম্বা কোন অসভ্য নর-রাক্ষসের হাতে মারা যইতেও পারি। হায়, আমার সন্তানদিগের আশা ভরসা সকলই নির্ম্মূল হইল, সকলই এই সাগরের অতল জলে ডুবিয়া গেল।

রেডী। মিষ্টার সিগ্রেব, এখন কি আপনার এ রকম বৃথা

আক্ষেপ করা উচিত? আপনি ত ঈশ্বরের প্রতিই সংশয় প্রকাশ করিতেছেন। আপনি কি বাইবেলের সেই সুন্দর উপদেশটি ভুলিয়া গিয়াছেন? আমরা কি ঈশ্বরের হাত হইতে শুধু ভাল জিনিসটি বাছিয়া লইব, মন্দ কি কিছুই লইব না? আর মন্দই বা কাহাকে বলি? আজ যাহা অশুভ মনে হইতেছে, তাহা কি চিরকালই অশুভ থাকিবে? সময়ে তাহা হইতে কি কোন শুভ ফল উৎপন্ন হইবে না? আপনি কি আপনার সন্তানদিগের ভবিষ্যতের বিষয় কিছু বলিতে পারেন? আপনি কি জানেন, আপনার সন্তানদিগকে লইয়া সিড্নি পৌঁছিলেই তাহাদের কোন অনিষ্ট হইত না? কে বলিতে পারে যে এই বিপদের ফলে আপনার সন্তানদিগের কোন কল্যাণ হইবে না? মিষ্টার সিগ্রেব, আমার কথায় আপনি রাগ করিবেন না। আমি মনের আবেগে কথাগুলি বলিয়া ফেলিলাম, আমাকে মাপ করিবেন।

মিষ্টার সিগ্রেব লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"তুমি বয়সে বৃদ্ধ, অনেক দেখিয়াছ, অনেক শিখিয়াছ, সংসারের সকল বিষয়েই তোমার অভিজ্ঞতা আছে; তুমি আমাকে তিরস্কার করিতে পার। তুমি ঠিকই বলিয়াছ, বিপদে অসহিষ্ণু হইয়া শুধু ক্ষোভ করা, ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসেরই চিহ্ন, সহিষ্ণু হইয়া তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করাই ধার্ম্মিকের লক্ষণ। যাহা হউক, এখন তুমিই আমাদের অগ্রণী, আমরা তোমার পরামর্শ শুনিয়াই চলিব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আজ ভোরবেলায় সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

রেডী প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ভাঙ্গা বোটখানি মেরামত করিয়াছিল। প্রভাতে সেই বোটখানি জলে নামান হইল। তীরে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বোটে একটি পাল খাটান হইল। তার পর একখানি কুড়াল, দুইটি বন্দুক, আর কিছু দড়ি লইয়া মিষ্টার সিগ্রেব ও রেডী বোটখানি ভাসাইয়া দিলেন।

বোটখানি মৃদু-বায়ুহিল্লোলে নীল তরঙ্গের উপর নাচিতে নাচিতে সমুদ্রের তীরে গিয়া পৌঁছিল। মিষ্টার সিগ্রেব ও রেডী দ্বীপের উপর উঠিয়া কেবল সারি সারি হরিত পত্রপূর্ণ নারিকেল গাছ দেখিতে পাইলেন। তার পর সম্মুখে একটু অগ্রসর হইয়া লতাপুষ্পে সুশোভিত শ্যামল তৃণাবৃত একটি রমণীয় স্থানে উপনীত হইলেন। উহার নিকটে ঝোপের আড়ালে পুকুরের মত একটি জলাশয় দেখিতে পাইলেন। রেডী জলাশয়ের নিকটে গিয়া একটু জল তুলিয়া মুখে দিল। জল যেমন পরিষ্কার, তেমনই জলের সুস্বাদ। রেডী মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল,—"আমাদের বাস করিবার পক্ষে এই জায়গাটিই বেশ। স্থানটি একটু পরিষ্কার করিয়া আপাততঃ আমরা তাঁবু ফেলিয়া বাস করিব। এখন আপনি এখানে একটু বসুন, আমি জাহাজে যাই; জাহাজ হইতে কতকগুলি দরকারি জিনিস, আর মাষ্টার উইলিয়ম ও জুনোকে লইয়া অসি।"

মিষ্টার সিগ্রেব গুলিভরা বন্দুক লইয়া জলাশয়ের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রেডী বোট লইয়া জাহাজে ফিরিয়া গেল। উইলিয়ম, টমি, জুনো ও কতকগুলি জিনিস লইয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

মিষ্টার সিগ্রেব কহিলেন, "টম্মির ত আসার কথা ছিল না, ওকে কেন নিয়ে এলে ?"

উইলিয়ম কহিল, "টমি যে কান্না জুড়ে দিল, ওকে কি রেখে আসা যায় ?"

টমি অনেক দিন পরে জাহাজ হইতে তীরে নামিয়াছে, আজ তাহার আনন্দের সীমা নাই! সে প্রথম কতক্ষণ ছুটাছুটি করিল; তার পর শামুক কুড়াইতে লাগিল। রেডী তাঁবু খাটাইয়া তিনখানি ঘর তৈরি করিয়া জাহাজ হইতে মিসেস সিগ্রেব ও তাঁহার দুটি ছেলে মেয়েকে লইয়া আসিল। রাত্রিকালে আর সকলে শয়ন করিলেন — ঘুমাইয়া পড়িলেন, কেবল রেডী ও উইলিয়ম দুই জনে দুটি বন্দুক লইয়া জাগিয়া রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে উঠিলেন; প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনার পর রেডী কহিল, "মিষ্টার সিগ্রেব, ঐ যে দূরে ছোট ছোট অনেকগুলি দ্বীপ রহিয়াছে, কে জানে ঐ সকল দ্বীপে কোন অসভ্য জাতি বাস করে কি না। আমাদের আগেই সাবধান হওয়া ভাল। একটি ছোট বাড়ী খুব শীঘ্রই তৈরি করিতে হইবে; আর জাহাজের জিনিসগুলি তীরে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

তাহার পর রেডী উইলিয়মকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে গেল; আবার অনেক জিনিসপত্র লইয়া ফিরিয়া আসিল। তখন জুনো কেরোলাইনকে সমুদ্রের জলে নামাইয়া স্নান করাইতেছিল। রেডী বলিয়া উঠিল; "জুনো তুমি কি কি কচ্ছ ? সমুদ্রে যে হাঙ্গর আছে তা কি জান না ? শীঘ্র কেরোলাইনকে লয়ে উপরে এস।"

জুনো উপরে উঠিল ; একটু পরেই সমুদ্রের জলে একটা কালো রেখা দেখা গেল। মিষ্টার সিগ্রেব কহিলেন, "রেডী, ঐ কালো রেখাটি কি ?"

রেডী। তাই ত! আমরা গরুগুলিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া বড় নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছি। ঐ যে ছোট গরুটি সাঁতার কাটিয়া আসিতেছে, ওটিকে আর পাওয়া যাইবে না।

সিগ্রেব। কেন ?

রেডী। ঐ যে কালো রেখা দেখিতেছেন, ও এক ঝাঁক হাঙ্গর ; আমাদের গরুটিকে এখনি মারিয়া ফেলিবে।

রেডীর কথা শেষ হইতে না হইতেই একটা হাঙ্গর সেই ছোট গরুটিকে ধরিয়া গভীর জলে লইয়া গেল। রেডী মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল, "ভাগ্যে আপনার কন্যাটীর কোন অনিষ্ট হয় নাই, জুনো তাহাকে যে রকম করিয়া নাওয়াইতে ছিল!"

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া হইয়া গেল। বিকালে রেডী কহিল, মিষ্টার সিগ্রেব, আর একটি কথা ; আমি ভাবিয়া দেখিলাম, সমুদ্রের এত কাছে এরূপ নীচু জায়গায় বাস করা নিরাপদ নহে। একটু দূরে একটা উঁচু যায়গা দেখিয়া ঘর তৈরি করিতে হইবে। কিন্তু তাহার নিকটেই পরিষ্কার খাবার জল থাকা আবশ্যক। আমি মাষ্টার উইলিয়মকে লইয়া একটি উঁচু জায়গায় জলের সন্ধান করিতে চাই ; এ বিষয়ে আপনার মত কি ?

সিগ্রেব। আমি ত তোমার হাতেই সকল কাজের ভারার্পণ করিয়াছি, তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহাই করিবে।

রেডী ও মাষ্টার উইলিয়ম সেই দিনই দুইটি কুকুর, বন্দুক, কুড়ালি ও শাবল সঙ্গে লইয়া বাহির হইল। কয়েক মাইল ঘুরিয়া উইলিয়ম

একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িল ; রেডী খাবার বাহির করিয়া উইলিয়মকে খাইতে দিল। সঙ্গের দুইটি কুকুরকেও খাবার দেওয়া হইল। কুকুর দুটি খাবার খাইয়া আকারে ইঙ্গিতে জল চাহিতে লাগিল। রেডীর সঙ্গে অতি পরিষ্কার জল ছিল ; রেডী নিজে সে জল পান করিল, কিন্তু কুকুর দুটিকে একবিন্দু দিল না। রেডি জানিত, তৃষ্ণার্ত্ত কুকুর দুটি জল না পাইলে নিশ্চয় জলের খোঁজ করিবে ; নিকটে কোন জায়গায় জল থাকিলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবে।

বাস্তবিক তাহাই হইল ; কুকুর দুটি কিছুক্ষণ চারিদিকে ছুটাছুটি করিল, তাহার পর এক জায়গার মাটি খুঁড়িতে লাগিল। রেডী সেখানে কূপ খনন করিয়া জল বাহির করিল। কূপের কাছে একটি উঁচু জায়গা পাওয়া গেল। সেই উঁচু জায়গাতেই বাড়ী তৈরি করা ঠিক হইল। রেডী ও উইলিয়ম তাহাদের তাঁবুতে ফিরিয়া চলিল। যাইবার সময় রেডী কতকগুলি কচ্ছপ দেখিয়া উইলিয়মকে কহিল, "উইলিয়ম, দেখ ত ও গুলি কি?"

উইলিয়ম কহিল, "বাঃ, এ যে দেখিতেছি বড় বড় কচ্ছপ! রেডী এস না, আমরা একটি কচ্ছপ ধরিবার চেষ্টা করি ; আমাদের টমি কচ্ছপের মাংস খাইতে খুব ভাল বাসে।"

রেডী তৎক্ষণাৎ একটি কচ্ছপের পশ্চাতে গেল ; শাবল দিয়া কচ্ছপটাকে উল্টাইয়া ফেলিল ; কচ্ছপের আর চলিবার শক্তি রহিল না। কচ্ছপটা সেখানে ডিম পাড়িতেছিল। উইলিয়ম মাটি খুঁড়িয়া অনেকগুলি ডিম বাহির করিল।

তাহারা সমুদ্রের কাছে আসিয়া আর এক দৃশ্য দেখিতে পাইল। দেখিল, কয়েকটি বড় মাছ এক ঝাঁক ছোট মাছকে তাড়া করিয়াছে। ছোট মাছগুলি ছুটিতে ছুটিতে তীরের কাছে আসিয়া লাফাইয়া

বালির উপর পড়িতেছে; কিন্তু তাহাতেও মাছগুলির রক্ষা নাই; কয়েকটি সুচতুর পাখী নিরীহ ভাল মানুষের মত বসিয়া আছে, যেই এক একটি মাছ তাহাদের সামনে লাফাইয়া পড়িতেছে, অমনই সরু ঠোঁট বাড়াইয়া মাছগুলিকে ধরিয়া উদরস্থ করিতেছে।

উইলিয়ম ও রেডী এইরূপ অনেক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিল। কচ্ছপ ও কচ্ছপের ডিম দেখিয়া টমি আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেল। সে রাত্রির ভোজন ব্যাপারটা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল।

কিন্তু রাত্রি দুটার সময় যেমন ঝড়, তেমনই বৃষ্টি আরম্ভ হইল; ঝড়ে তাঁবুর কাপড় ছিঁড়িয়া গেল; বৃষ্টিতে সকলের বিছানা ভিজিতে লাগিল; সমস্ত রাত্রি সকলে বসিয়া রহিলেন।

পরদিন ঝড় থামিয়া গেল; কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহিল; সমুদ্রের অবস্থা অতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিল। অমন যে সুবৃহৎ প্রশান্ত জাহাজ, তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইল; জাহাজের দ্রব্য সামগ্রী সাগরের নীল তরঙ্গের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

জাহাজের এই দুর্গতি দেখিয়া রেডীর খুব কষ্ট হইল; মিষ্টার সিগ্রেবের প্রাণে আঘাত লাগিল; তিনি ম্লান মুখে বলিয়া উঠিলেন, হায় প্রশান্ত জাহাজ! যেদিন তোমার সুচিত্রিত সুসজ্জিত স্নেহ-কক্ষে আরোহণ করিয়াছিলাম, সেদিন কতই সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম; কত আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলাম; আর আজ আমার সেই সুখের স্বপ্ন শূন্যে মিলাইয়া গেল; আমার সে আশা ঠিক তোমারই মত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল! আজ তোমার রম্যদেহ ধীরে ধীরে সাগরগর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে, হয় ত আমার পুত্রকন্যাগুলি অল্পদিনের মধ্যেই নর-রাক্ষস অসভ্যের হস্তে অতি নির্দ্দয় ভাবে নিহত হইবে।”

ক্রমে সমুদ্র শান্ত হইল। রেডী উইলিয়মকে সঙ্গে লইয়া বোটে চড়িয়া সমুদ্রে গেল; জাহাজের যে সকল জিনিস জলে ভাসিতেছিল, সেগুলি তুলিয়া আনিবার চেষ্টা করিল।

অবশেষে, রেডী ও উইলিয়ম যে উঁচু জায়গাটি দেখিয়া আসিয়াছিল, সেখানে সুন্দর একটি বাড়ী তৈরী করা হইল। মিষ্টার সিগ্রেবের সঙ্গে অনেক রকম শস্যাদির বীজ ছিল; চারিদিকের জমিতে সেই বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহাতে গম হইল, নানা রকম তরকারী হইল; এক রকম সুখে স্বচ্ছন্দে সকলের দিন কাটিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

একদিন বিকালে সকলে মিলিয়া গল্প করিতেছিলেন, কথা প্রসঙ্গে উইলিয়ম কহিল;—

"রেড়ি, তোমার যে কত বয়স, সে কথা ত আজিও শোনা হয় নি।"

রেডি। আমার বয়স এই চৌষট্টি।'

উইলিয়ম। কি আশ্চর্য্য, তোমার এত বয়স! তবে তুমি দিন রাত কি করিয়া এরূপ পরিশ্রম কর? তোমার শরীরও ত খুব সুস্থ আছে।

রেডী। সে অনেক কথা; সংক্ষেপে বলিলে বলিতে হয়, আমি আমার স্বাস্থ্যের প্রতি খুব দৃষ্টি রাখিয়াছি। লোভে পড়িয়া কখনও কোন খারাপ জিনিস খাই নাই। আমার পানদোষ একেবারেই নাই; কোনরূপ মাদক দ্রব্য স্পর্শও করি না। তা ছাড়া চরিত্র নির্ম্মল রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিদিন ভক্তিভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, এই সকল কারণে আমার শরীর সবল ও স্বাস্থ্য অটুট রহিয়াছে।

উই। চরিত্র পবিত্র থাকিলে, ঈশ্বরে মন রাখিলে, মানুষের শরীর কি ভাল থাকে? মানুষ কি অনেক দিন বাঁচিতে পারে?

রেডী। আমি বলি তা পারে।

রেডীর কথা উইলিয়মের নিকট অভ্রান্ত। উইলিয়ম মনে মনে বলিল, "আমি কি আমার চরিত্র ভাল রাখিতে পারিব না? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না? কেন পারিব না? নিশ্চয়ই পারিব। আমি রেডীর মত খুব ভাল হইব, অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিব।" তার পর রেডীকে কহিল "রেডী তুমি ত আমাকে তোমার অনেক কথা বলিবে বলিয়াছিলে। কই, এতদিন চলিয়া গেল, তবু ত তাহা বলিলে না?"

রেডী কহিল, "সে কথা ত মনেই ছিল না। আচ্ছা, আজ তোমাকে আমার জীবনের আশ্চর্য্য-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিব; শুনিলে তোমার অনেক শিক্ষা হইবে।"

মিসেস সিগ্রেব হর্ষোৎফুল্লমুখে ঈষৎ লজ্জার হাসি হাসিয়া রেডীকে কহিলেন, "শুধু উইলিয়ম কেন? আমরাও তোমার আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিতে চাই।"

রেডী বলিতে লাগিল;—

"প্রথমেই আমার পিতা মাতার কথা বলি। আমার পিতা এক সওদাগরী-জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন। আর মা এক সৈনিক কর্ম্মচারীর কন্যা ছিলেন। আমি যখন শিশু, আমার মাতার বয়স সবে বাইশ বৎসর, তখন পিতার জাহাজখানি ডুবিয়া গেল, সেই সঙ্গে আমার পিতার মৃত্যু হইল। মা তখন আর কি করেন তিনি স্বহস্তে শেলাই করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহাতেই কায়ক্লেশে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল।"

"আমার আট নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মা এইরূপ কষ্ট করিয়াই আমাকে পালন করিলেন। আমি সেই আট নয় বৎসর বয়সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিলাম। সুযোগ পাইলেই জাহাজে গিয়া খেলা করিতাম। গ্রীষ্মের সময় আমাকে আর পায় কে? আমি তখন অনেক সময়ই জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতাম। সেই সময় হইতেই সমুদ্রের উপর আমার মনের কেমন একটা টান হইল। আমি জাহাজের কর্ম্মগ্রহণ করিব, বৎসরের পর বৎসর কেবল সমুদ্রেই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব—ইহাই আমার সংকল্প হইল।"

"আমার মা যখন আমার সংকল্পের কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার ভয় হইল; তিনি আমাকে বাধা দিলেন; আমাকে কহিলেন, —'তুমি কি তোমার বাবার কথা ভুলিয়া গিয়াছ? তিনি ত জাহাজের কাজ করিতে গিয়াই মারা পড়িয়াছেন। হয় ত তোমাকেও তাঁহার মত হারাইতে হইবে, আমি বড় দুঃখিনী, সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর কেহই নাই। আমি কিছুতেই তোমাকে জাহাজের কাজে যাইতে দিব না।"

কিন্তু ছেলেদের এমনই স্বভাব, বাপ মা যে কাজটি করিতে বারণ করেন, তাহারা সেইটি করিবার জন্যই জেদ করিতে থাকে। মা যদি বার বার নিষেধ না করিতেন, তাহা হইলে হয় ত সমুদ্রে যাইবার জন্য আমার তেমন জেদও হইত না; অত অল্পবয়সে জাহাজের কাজও গ্রহণ করিতাম না। কিন্তু মা পুনঃ পুনঃ আমার সংকল্পে বাধা দিতে লাগিলেন, আমারও সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার ঝোঁক চড়িয়া গেল।"

"তবুও আমি মায়ের কাছে মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তা মায়ের কাছে কি আর ছেলের মনের

ভাব গোপন থাকে? মা আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি আমাদের একজন আত্মীয়ের সাহায্যে আমাকে একটি বোর্ডিং-স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। মা মনে ভাবিলেন. বোর্ডিংএর কড়া শাসনে আমি নরম হইব আমার সংকল্পের পরিবর্ত্তন হইবে। তাঁহার বৃথা আশা! আমার মন কি আর তখন শাসন মানে? আমি দু চারি দিন বোর্ডিংএ থাকিয়া, দু চারিদিন স্কুলে পড়িয়া একদিন সুবিধা পাইয়া পলায়ন করিলাম।"

"পলাইয়া জাহাজের অড্ডায় আসিলাম। দেখিলাম একটা জাহাজ বিদেশে যাইবার আয়োজন করিতেছে। আমার ভারি স্ফূর্ত্তি হইল। আমি কাপ্তেনের কাছে গেলাম; তাঁহার নিকট একটি কর্ম্মের প্রার্থী হইলাম। কাপ্তেন কহিলেন, 'তুমি ছেলে মানুষ, জাহাজের কি কাজ করিবে? মাস্তলের উপরে উঠিতে পারিবে?'

"পারিব না? নিশ্চয়ই পারিব"—এই বলিয়া আমি মাস্তলের উপরে উঠিলাম। কাপ্তেন কহিলেন, "বাঃ বেশ ত! তুমি বড় হইলে এক জন ভাল খালাসী হইতে পারিবে। আচ্ছা, আজ হইতে তোমাকে জাহাজের কাজে নিযুক্ত করিলাম।"

"সেই দিনই আমাদের জাহাজ আফ্রিকার দিকে যাত্রা করিল। আমি প্রথম খুব ছোট ছোট কাজের ভার পাইলাম। সমুদ্রের উপর আমার এমনই টান, আমি অল্পদিনের মধ্যেই জাহাজের অনেক কাজ শিখিয়া ফেলিলাম। কিন্তু কাপ্তেন এমন নির্দ্দয় ছিলেন যে, তাঁহার ব্যবহারে বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। এক বৎসর পরে লণ্ডনে পৌঁছিয়া আমি অন্য একটি জাহাজে কর্ম্মগ্রহণ করিলাম।"

উইলিয়ম কহিল, "তুমি তোমার মায়ের কাছে পত্র লিখিতে?"

রেডী। প্রথমে ধরা পড়িবার ভয়ে পত্র লিখি নাই। তার পর

মায়ের দুঃখের কথা ভাবিয়া বড়ই কষ্ট হইল। আমি অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে মাকে দুখানি পত্র লিখিলাম। কিন্তু কেন বলিতে পারি না,—পত্র দুখানি তাঁহার হস্তগত হয় নাই।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রেডী কহিল,—"আমি লণ্ডনে গিয়া জাহাজে কর্ম্মগ্রহণ করিবার পর, আমাদের জাহাজ লণ্ডন ত্যাগ করিল; আমরা ভারতবর্ষের বোম্বাই সহরে উপনীত হইলাম। সেখানে তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তার পর চীন দেশে যাত্রা করিলাম। কিন্তু তখন ফরাসীদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ চলিতেছিল। ফরাসীরা সুবিধা পাইলেই ইংরাজদের জাহাজ আক্রমণ করিত। যদি ফরাসীরা আক্রমণ করে, এই ভয়ে জাহাজে একদল সৈন্য ও কয়েকটি কামান লইলাম।

"আমরা চীনদেশের মেকেও (macao) নগরে গিয়া, আমাদের দ্রব্যাদি বিনিময় করিয়া জাহাজে চা বোঝাই করিলাম।

"ইহার পর ঠিক্ হইল, আমরা অন্য একটি দেশে যাত্রা করিব। ফরাসীদের আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একখানি যুদ্ধ-জাহাজও আমদের সঙ্গে যাইবে। কয়েকদিন পরে দুখানি জাহাজ একসঙ্গেই ছাড়া হইল।

"কিছুদূর গিয়াই ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল; কাহার সাধ্য সে ঝড়ে জাহাজ ঠিক রাখে? যুদ্ধ-জাহাজখানি ত সম্মুখে অগ্রসর হইতেই পারিল না; আমরা আমাদের কাপ্তেনের বুদ্ধিকৌশলে অনেক দূর অগ্রসর হইলাম। তার পর ঝড় থামিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল; কিন্তু যুদ্ধ জাহাজখানি যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইল, আমরা তাহা ঠিক করিতে

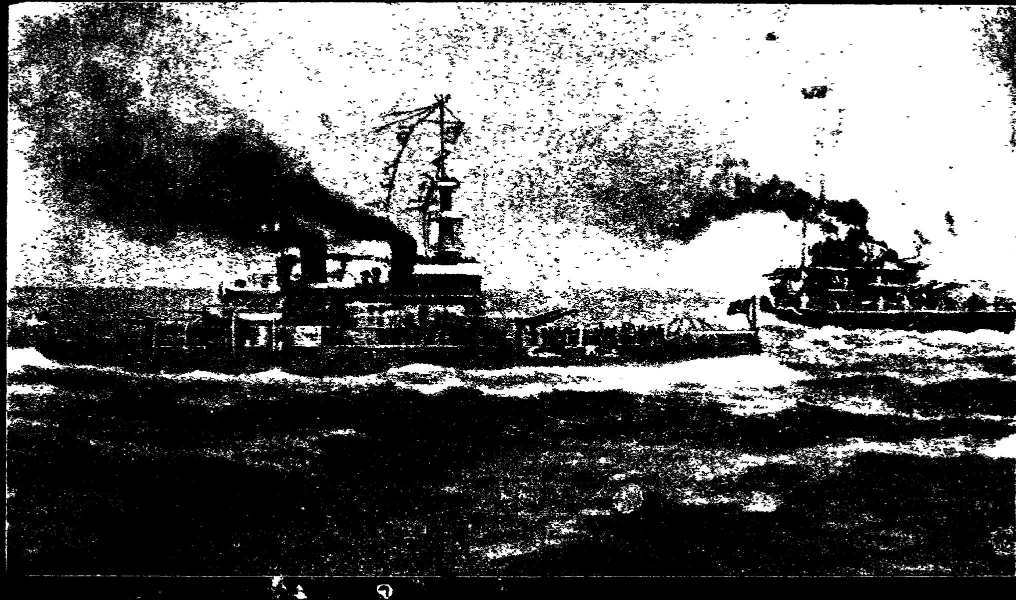
পারিলাম না। অবশেষে ফরাসীদের হাতে পড়িয়া আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইল। ফরাসীদের একখানা যুদ্ধ-জাহাজ আমাদিগকে আমক্রণ করিল; আমরা অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়াই যুদ্ধ করিলাম। এরূপ যুদ্ধের পরিণাম কি, তাহা না বলিলেও চলে। আমাদিগকে ফরাসীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইল; তা ছাড়া আমাদের পক্ষের বিস্তর লোক মারা পড়িল। ফরাসীরা আমাদের কাপ্তেন ও নাবিকদিগকে বন্দী করিল; জাহাজের জিনিসপত্র লুটপাট করিতে লাগিল।

"তবে লুটপাট অধিকক্ষণ চলিল না। কয়েক ঘণ্টা পরেই আমাদের সেই যুদ্ধ-জাহাজখানা আসিয়া পড়িল। জাহাজের কামানের শব্দে সমুদ্রের নীল জল কাঁপিয়া উঠিল। ইংরাজের যুদ্ধ-জাহাজের সঙ্গে ফরাসীদের জাহাজের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফরাসীদের কি আর রক্ষা আছে? ইংরাজের যুদ্ধ-কৌশলে ইংরাজের অস্ত্র-বলে ফরাসী-দিগকে পরাস্ত হইতে হইল। আমরা মুক্তিলাভ করিয়া আবার সেই যুদ্ধ-জাহাজের সঙ্গে চলিতে লাগিলাম।

"কিন্তু দুঃখ ও বিপদ আমাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। আমরা যেই উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট পৌঁছিলাম, অমনি ফরাসীদের আর একখানা জাহাজ আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আবার যুদ্ধ, আবার গোলাগুলি বর্ষণ, আবার শত শত লোকের প্রাণবিয়োগ হইতে লাগিল।

"এবার আমাদের গর্ব্ব চূর্ণ হইল, আমরা পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলাম।

"আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ফরাসীদিগের ন্যায় ওলন্দাজদিগের সঙ্গেও ইংরেজদের যুদ্ধ চলিতেছিল; উত্তমাশা অন্তরীপটা



ইংরাজদিগের যুদ্ধ-জাহাজের সঙ্গে ফরাসীদের জাহাজের যুদ্ধ   ৩০ পৃষ্ঠা

ওলন্দাজদিগেরই দখলে ছিল ; ফরাসীরা আমাদিগকে ওলন্দাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিল। আমরা আফ্রিকার কেপ কলনির জেলখানায় বন্দী হইলাম। ওলন্দাজেরা আমাদের শত্রু বটে, তা বলিয়া তাহারা আমাদের উপর অত্যাচার বা অবিচার করিল না, বরং অতিশয় সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, 'কেপ কলনি হইতে প্রথম যে জাহাজখানা ইংলণ্ডে যাইবে, আমরা সেই জাহাজেই তোমাদিগকে তোমাদের স্বদেশে পাঠাইয়া দিব।'

"আমার সঙ্গে হেষ্টিংস ও রোমার নামে আর দুইটি তরুণবয়স্ক যুবকও বন্দী হইয়াছিল। যুবক দুটির সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। প্রতিদিনই তাহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত। একদিন হেষ্টিংস কহিল, 'এখানকার পাহারাওয়ালারা যেরূপ উদাসীন, তাহাতে আমরা অতি সহজেই পালাইতে পারি।'

"রোমার কহিল, 'পালাইয়া যাইব কোথায় ? আমরা ত আর অসভ্যদের কাছে যাইতে পারি না।'

"আমি কহিলাম, 'বরং স্বাধীন হইয়া অসভ্যদের কাছে যাওয়াও ভাল, তবু বন্দী হইয়া থাকা ভাল নয়।'

"এইরূপ অনেক সময়ই আমাদের পলায়নের পরামর্শ হইত। যে দুই জন সৈন্য আমাদের পাহারায় ছিল, তাহাদের কাছে রাস্তা ঘাটের সন্ধান পাইলাম। তবু দু মাস আমাদের পরামর্শে কাটিয়া গেল। তার পর পলায়ন করাই ঠিক হইল। আমরা প্রতিদিনের খাদ্য হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে লাগিলাম। শেষ কালে একদিন অন্ধকার রাত্রে পাহারাওয়ালারা যখন বন্দীদের জেলখানায় পুরিতেছিল, তখন আমরা তিনটি বন্ধু একটু আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। একে একে বন্দীরা ভিতরে প্রবেশ করিল, পাহারাওয়ালারা অদৃশ্য হইল ; আমরা

তখন আস্তে আস্তে প্রাচীর পার হইলাম এবং একটা পাহাড় লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম।"

"উইলিয়ম কহিল, 'তোমরা পাহাড়ের দিকে গেলে কেন?'

রেডী। গেলাম হেষ্টিংসের পরামর্শে; হেষ্টিংস আমাদের চেয়ে বয়সে বড়; আর সে খুব চালাক—খুব বুদ্ধিমান ছিল। হেষ্টিংস কহিল, 'আমরা কয়েকদিন পাহাড়ে লুকাইয়া থাকিব, তার পর কোথায় যাইব, কি করিব, সে বিষয় চিন্তা করা যাইবে।'

"সে কথা যাউক; শেষকালে যে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইল, আমরা কি বিপদে পড়িলাম, তাহাই বলি। আমরা পাহাড়ের নিকটে গিয়া দেখি, তাহার প্রতি স্তরে স্তরে, তাহার উচ্চ শিখরে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে এমন অরণ্য যে, সে অরণ্যের ভিতর কেবল গণ্ডার ও সিংহেরই বাস করা সম্ভব। মানুষের পক্ষে বাস করা দূরে থাকুক, প্রবেশ করাও অসম্ভব। কাজেই নিরাশ হইয়া আমরা অন্য একটি অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রেডী কহিল,—"ক্রমাগত ছয় সাত ঘণ্টা চলিয়া শরীর ক্লান্ত ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িল; তখন বিশ্রামের প্রয়োজন হইল। কিন্তু কোথায় বিশ্রাম করিব? নিরাপদ আশ্রয় কোথায়? তার পর রাত্রি যখন প্রভাত হইল, সূর্য্যালোকে চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখন একটি গুহা দেখিয়া, সেই গুহার মধ্যেই বিশ্রাম করিব স্থির করিলাম। কিন্তু গুহার মুখটি এত ছোট যে, হামাগুড়ি দিয়া গুহার

ভিতরে প্রবেশ করিতে হইল। গুহার ভিতরটি বেশ শুষ্ক, খট্‌খটে ছিল। আমরা কাপড়ের পুঁট্‌লী মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কিন্তু শুইয়া কি হইবে. বিপদ যে আমাদের পায় পায়! সবে ঘুমের আবেশে চোখের পাতা বুজিয়া আসিয়াছে, আর অমনি বিকট শব্দ! কোথায় শব্দ, কিসের শব্দ, ব্যপারটা কি, দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম ; হেষ্টিংস গুহার একটি ফাঁক দিয়া উঁকি মারিতে লাগিল ; কিন্তু উঁকি মারিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে হাসি চাপিয়া রাখা ভার! বেবুন জাতীয় প্রায় কুড়ি পঁচিশটা প্রকাণ্ড বানর এমন লম্ফ ঝম্প ও দন্ত-বিকাশ করিতেছে, যে তাহাতে অতি গম্ভীর লোকেরও হাসি আসে!

তবে আমাদের বেশীক্ষণ হাসিতে হইল না। কয়েকটা বানর পিঠে বাচ্ছা লইয়া, কয়েকটা লম্ফ ঝম্ফ করিয়া, এবং পাড়াগাঁয়ে ভূঁড়িওয়ালা মোড়লের মত বানর দলের সর্দ্দার মশাই যখন ধীর গম্ভীর ভাবে গুহার সম্মুখে আসিয়া আড্ডা করিলেন, তখন ভয়ে আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। পাশে আর একটি অপরিষ্কার গুহা ছিল, আমরা ভয়ে ভয়ে তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। অমনি দেখিতে দেখিতে চারি পাঁচটা বানর আমাদের আগের গুহাটির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

ঢুকিয়া প্রথমেই রোমারের উপর জুলুম আরম্ভ করিল! বেচারা রোমার জেলখানায় আধপেটা খাইয়া, অধিকাংশ খাদ্যসামগ্রী একটি পুঁট্‌লীর ভিতর সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল ; একটা বানর হঠাৎ হাত বাড়াইয়া সেই পুঁট্‌লীটি কাড়িয়া লইল! আর একটা বানর লম্বা হাত বাড়াইয়া হেষ্টিংসকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু হেষ্টিংস যেমন সেয়ানা, তেমনই সাহসী ছিল ; সে তখনি ছোরা বাহির করিয়া সেই বানরের হাতখান কাটিয়া ফেলিল। বানরটা চীৎকার করিয়া

তাহার সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কি সর্ব্বনাশ! অমনি বাছা বাছা কতকগুলা বানর আমাদের সহিত লড়াই আরম্ভ করিয়া দিল। ভাগ্যে সঙ্গে ছোরা ছিল, তাই রক্ষা, নচেৎ আমরা মারা পড়িতাম! প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর বানরের দল হার মানিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল।

বানরগুলা চলিয়া গেলে, আমরা গুহার বাহিরে আসিলাম; একটি গাছের তলায় বসিয়া, আমাদের কি করা উচিত, ভাবিতে লাগিলাম। রোমার কহিল, "এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে? আমরা না চিনি রাস্তাঘাট, না আছে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র; অথচ আমাদের চারি দিকে অরণ্য; অরণ্যে হিংস্র জন্তু; আমরা যে কোথায় কোন্ জানোয়ারের হাতে পড়িব. কখন যে মারা যাইব, তাহার ঠিকানা নাই। আমি বলি চল, ফিরিয়া গিয়া 'ওলন্দাজদিগের হাতে ধরা দিই।"

হেষ্টিংস বলিল, "ফিরিয়া গিয়া ধরা দিব? আমি তেমন ছেলেই নই বরং জানোয়ারের হাতে মারা পড়িব, সেও ভাল, তবু ওলন্দাজের হাতে ধরা দিয়া তাহাদের উপহাসের পাত্র হইব না।"

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা সমুদ্রের দিকে চলিতে লাগিলাম। কিছু দুর দিয়া দেখি, আফ্রিকার এক জন অসভ্য হরিৎবর্ণ ঘাসের উপর শুইয়া নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছে। তাহার পাশে একটা বন্দুক এবং গলায় গুলি বারুদের থলে বাঁধা রহিয়াছে। আমাদের হেষ্টিংস কেবল বুদ্ধিমান ও সেয়ানা নয়, চুরি বিদ্যায়ও একজন ওস্তাদ; সে তখনই আস্তে আস্তে সেই নিদ্রিত অসভ্যের আছে গেল; এবং বাঁধন কাটিয়া থলেটি ও বন্দুকটি লইয়া আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিল।

আর কি সেখানে দাঁড়াই? আমরা তখনই সরিয়া পড়িলাম ইহার পর হেষ্টিংস চুরিবিদ্যার জোরে আরও দুইটি বন্দুক যোগাড় করিয়া লইল। আমরা তিনটি বন্দুক পাইয়া একটু স্ফুর্ত্তির সহিত

চলিতে লাগিলাম। কিন্তু যতই চলি সম্মুখে কেবল অরণ্যের পর অরণ্য। সে অরণ্যের মধ্যে রমণীয় শৈলরাজি, নির্ম্মলসলিলা নির্ঝরিণী, পুষ্পিত তরুলতা ও নানাজাতীয় বিহঙ্গম ছিল বটে ; নির্ঝরিণীর কলতান, পুষ্পের সুঘ্রাণ ও পক্ষীদিগের সুস্বর আমাদিগকে সুখী করিত সত্য ; কিন্তু এক এক সময় বন্য জন্তুর বিকট শব্দে ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িতাম।

একদিন ত এক হায়নার আক্রমণে প্রাণই হারাইতে ছিলাম। সে দিন শরীর বড়ই ক্লান্ত ছিল ; সন্ধ্যা হইতে না হইতেই একটি গুহার ভিতর শুষ্ক খড় পাতিয়া শয়ন করিলাম; পাছে কোন জানোয়ার আসিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করে, এই ভয়ে দরজার সম্মুখে একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া রাখিলাম। আমাদের কথা হইল, রাত্রিকালে প্রথম তিন ঘণ্টা রোমার জাগিয়া থাকিবে ; দ্বিতীয় তিন ঘণ্টা হেষ্টিংস জাগিয়া থাকিবে ; বাকী সময়টা আমি জাগিয়া থাকিব, এবং সমস্ত রাত্রি আগুন জ্বালিয়া রাখিব।

তার পর আমি আর হেষ্টিংস ত ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘণ্টা দুই পরেই জাগিয়া দেখি, রোমার নিদ্রিত ; আগুনও নিবু নিবু ; আর একটা হায়না চোরের মত ধীরে ধীরে আমাদের গুহায় প্রবেশ করিতে উদ্যত ! কাছেই বন্দুক ছিল, কিন্তু তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না ; তখন আর কি করি, একখানা জ্বলন্ত কাঠ হায়নার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিলাম ; সে পলাইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এক সপ্তাহ পরে আমাদের খাদ্য সামগ্রী ফুরাইরা গেল। পাখী শিকার করিয়া আমরা তাহার মাংস খাইতে লাগিলাম। প্রতিদিনই সিংহের গর্জ্জন শুনিতে পাই, শেষে একদিন সিংহের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়া গেল। আমরা হরিণের মত একটা জানোয়ার দেখিয়া গুলি করিলাম; সেটা পলাইয়া গেল। তাহার খোঁজ করিতে গিয়া একটা সিংহ দেখিতে পাইলাম। সিংহটা আমাদের দেখিয়াই গর্জ্জন করিয়া উঠিল; আমরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মুহূর্ত্তের মধ্যেই সরিয়া পড়িলাম।

একদিন একটা জেব্রা দেখিতে পাইলাম; সেটী বড় সুন্দর; একটু তাড়া করিতেই ছুটিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিল; শেষকালে কোথায় যে পলাইয়া গেল, অনেক খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান পাইলাম না।

কয়েক সপ্তাহ পরে এক জন ওলন্দাজ কৃষকের সহিত দেখা হইল। ওলন্দাজ আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রোমার কহিল, "আমরা ইংরাজ-বন্দী!"

ওলন্দাজ কহিল, "বটে, তোমরা ইংরাজ-বন্দী? তা আমিই এখানকার শাসনকর্ত্তা।"

এই একটি সংক্ষিপ্ত কথায় তাহার পরিচয় দিয়া, সে অম্লানবদনে আমাদের হাতের বন্দুক তিনটি কাড়িয়া লইল। পরে কহিল, "তোমা-দিগকে এখন আমার কাছেই থাকিতে হইবে; যদি ভাল করিয়া আমার কাজ কর্ম্ম কর, তাহা হইলে খাইতে পরিতে পাইবে; আর সুবিধা হয় ত পরে তোমাদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিতে পারি।"

আমরা দেখিলাম, নিকটেই কৃষকের বাড়ী; তাহার সঙ্গে লোকজনও বিস্তর; তা ছাড়া আমাদের শরীর বড় ক্লান্ত, এ অবস্থায় কেমন

করিয়াই বা বনে বনে ভ্রমণ করি? বাধ্য হইয়া সেই ওলন্দাজ কৃষকের বশ্যতাই স্বীকার করিলাম।

কিন্তু কে জানিত, এই আফ্রিকাবাসী ওলন্দাজ আফ্রিকার হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর! নিষ্ঠুর ওলন্দাজ কখনও গালাগালি দিত, কখনও প্রহার করিত; সময় নাই, অসময় নাই, যখন তখন কাজ করিতে বলিত। এদিকে ত এত উৎপীড়ন, এত কাজ; অন্য দিকে ক্ষুধার সময় যে খাবার পাইতাম, তাহা পরিমাণে অল্প, কদর্য্য ও বিস্বাদ। আমরা অল্প দিনের মধ্যেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। তাই একদিন হেষ্টিংস ওলন্দাজকে কহিল,—“তুমি আমার হাতে বন্দুক দাও, আমরা পাখী শিকার করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করি।”

এই কথা শুনিয়া সে হেষ্টিংসকে ধরিয়া বেত্রাঘাত করিল। হেষ্টিংস যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। একদিন সামান্য কারণে দুইটী কাফ্রি ভৃত্যকে হত্যা করিতে দেখিয়া, হেষ্টিংস কহিল,—“তুমি মানুষ না জানোয়ার? দুইটি মানুষকে মারিয়া ফেলিতে তোমার একটু সঙ্কোচ হইল না?”

হেষ্টিংসের কথা শুনিয়া সেই পিশাচের আরক্ত নয়ন ক্রোধে আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল। দুইটী কাফ্রি ভৃত্যকে ডাকিয়া সে তখনই হেষ্টিংসকে বাঁধিতে হুকুম দিল। যমদূতের ন্যায় দুই জন ভৃত্য হেষ্টিংসকে বাঁধিয়া ফেলিল।

উইলিয়ম উত্তেজিত হইয়া কহিল, “আর তোমরা দু জনে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিলে?”

রেডী কহিল,—“আগে সকল কথা শোন, তার পর প্রশ্ন করিও। ওলন্দাজ হেষ্টিংসকে মারিবার জন্য গণ্ডারের চামড়ার চাবুক আনিতে গেল। হেষ্টিংস সেই অবসরে আমাকে ও রোমারকে কহিল,—

"দুর্দ্দান্ত ওলন্দাজ যখন চাবুক আনিতে গিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই দুই জন কাফ্রির মত আমাকেও মারিয়া ফেলিবে। তোমরা আমাকে বাঁচাইতে চাও ত এক কাজ কর ; সে চাবুক লইয়া যখনি ঘরের বাহিরে আসিবে তোমরা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া উহার ঘরে ঢুকিয়া পড়িবে ; ঘরের ভিতর গুলিপোরা দুটি বন্দুক আছে ; তাহা লইয়া বর্ব্বরকে আক্রমণ করিবে।"

এই কথা বলিতে বলিতেই সেই ওলন্দাজ চাবুক হাতে করিয়া বাহিরে আসিল ; আমরা তখনই ঘরে ঢুকিয়া দুটি বন্দুক হস্তগত করিলাম ; এবং ওলন্দাজকে কহিলাম, "সাবধান! তুমি যদি আর এক পা অগ্রসর হও, হেষ্টিংসের গায়ে হাত দাও, তাহা হইলে তোমাকে এখনই গুলি করিব।"

ওলন্দাজ ভয় পাইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল ; আমি তাড়াতাড়ি হেষ্টিংসের হাতের বাঁধন কাটিয়া দিলাম। কাফ্রি চাকরেরা ভয়ে পলাইয়া গেল। তখন হেষ্টিংসকে আর পায় কে? সে সেই ওলন্দাজের পিঠে এমন কয়েক ঘা চাবুক বসাইয়া দিল যে, ওলন্দাজ অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

আমরা তাহাকে একখানা গাড়ীর চাকার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলাম। তার পর তাহার ঘর লুটপাট করিয়া যত ভাল ভাল খাদ্য ছিল, তাহা সংগ্রহ করিলাম ; যে কয়েকটি বন্দুক ছিল, তাহাও সঙ্গে লইলাম এবং তিনটি ভাল ঘোড়া লইয়া প্রস্থান করিলাম।

রেডীর কথা শুনিয়া টমি হাসিয়া উঠিল এবং কহিল "লোকটা যেমন দুষ্ট, তেমনই সাজা হইয়াছে! এই রকম দুষ্ট লোকের উপর আমার এমন রাগ হয় যে, ইচ্ছা করে, চাবুক দিয়া খালি সপাং সপাং করিয়া মারি।" উইলিয়ম কহিল, "তুমি নিজেই যে দুষ্ট, তার কি?"

টমি। হাঁ, আমি বুঝি ঐ ওলন্দাজের মত দুষ্ট?

রেডী হাসিয়া উঠিল। তার পর বলিতে লাগিল "কয়েক দিন পরে আমরা এক জাতীয় অসভ্য লোকের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। তাহাদের বিকৃত আকৃতি দেখিয়া ভয়ে আমাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। কিন্তু তাহাদের ব্যবহারে বিস্মিত হইলাম। তাহারা আমাদের ভাষা বুঝিত না; আমরা তাহাদের শত্রু, কি মিত্র, কিছুই জানিত না; অথচ আমাদের যত্ন করিত; খাবার জন্য মাংস আনিয়া দিত। আমরা পনের দিন সেই অসভ্যদের সঙ্গে বাস করিলাম। আমাদের শরীর বেশ সবল হইল।

আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়, একদিন কুক্ষণে সিংহের মুখে পড়িলাম। একটা সিংহ গুহার কাছে বসিয়া ছিল। রোমারের এমনই কুবুদ্ধি, সে সেই সিংহকে গুলি করিল; সিংহটা গর্জ্জন করিয়া রোমারের উপর লাফাইয়া পড়িল। আমি আর হেষ্টিংস একটু দূরে ছিলাম; আমরা রোমারের কাছে আসিতে না আসিতে সিংহ তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল! রোমারের মৃত্যু হইল!

তখন আমাদের মনে যে কি কষ্ট হইল তাহা আর কাহাকে বলি?

আবার সেই বনের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম! দু ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই এক গণ্ডার আসিয়া হাজির! ভাগ্যে আমাদের ঘোড়া দুটি চালাক ছিল; তাহারা ঘুরিয়া গণ্ডারের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল; গণ্ডার আমাদের দেখিতে পাইল না; আমরা ঘোড়ার বুদ্ধিতে বাঁচিয়া গেলাম।

ইহার পর ঘুরিতে ঘুরিতে আবার কেপ-কলনিতে গিয়া পৌঁছিলাম। তখন কেপ-কলনি আর ওলন্দাজদিগের দখলে ছিল না; ইংরাজেরা অধিকার করিয়াছিল। আমরা একখানা যুদ্ধ-জাহাজের কাপ্তেনের কাছে যাইতেই, তিনি আমাদিগকে আশ্রয় দিলেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

একদিন মিষ্টার সিগ্রেব, রেডী ও উইলিয়ম সমুদ্রের তীরে মাছ ধরিতে গেলেন। কথায় কথায় অসভ্যদের কথা উঠিল। উইলিয়ম কহিল. "বাবা, অসভ্যেরা কি রকম?"

মিষ্টার সিগ্রেব। অসভ্য ত একরকমের নয়, অনেক রকম অসভ্য আছে। এমন অসভ্যের কথাও শুনিয়াছি, তাহারা রাক্ষস; এখনও মানুষের মাংস খায়। অষ্ট্রেলিয়াতে এমন সকল অসভ্য আছে, তাহাদের মানুষ না বলিয়া বনের পশু বলিলেও চলে।

রেডী। আমি একবার একটি দ্বীপের কাছে জাহাজ নোঙ্গর করিয়াছিলাম। একদিন সকালে উঠিয়া দেখি, দূরে কালো কালো কি যেন চারি পায়ে হাঁটিতেছে! যখন কাছে আসিল, তখন দেখি, এক দল অসভ্য স্ত্রীপুরুষ দুই পায়ে ও দুই হাতে ভর করিয়া হামাগুড়ি দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে!

উইলিয়ম। তুমি কি সেই অসভ্যদের বিষয় কিছু জান?

রেডী। আমি যে নিজে কিছু জানি, তা নয়। তবে একবার কলিকাতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সৈন্যের কাছে শুনিয়াছি, তাঁহারা সেই দ্বীপে গিয়া দুটি অসভ্য ধরিয়া আনিয়াছিলেন। অসভ্য দুটি চারি ফিট লম্বা এবং ভয়ানক বোকা ও লাজুক ছিল। তাহাদের পরণে অথবা গায়ে কিছুই ছিল না। শুনিয়াছি, স্বদেশে তাহাদের কোন ঘর বাড়ীও ছিল না।

উইলিয়ম। তাহাদের কোন অস্ত্র শস্ত্র ছিল?

রেডী। তীর ধনুক ছিল। কিন্তু সে এত ছোট যে, ছোট ছোট পাখী ছাড়া আর কিছুই মারিতে পারিত না।

উইলিয়ম। তার পর সে অসভ্য দুইটির কি হইল?

রেডী। তাহারা খাইত না, কথা কহিত না; শুধু মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিত; কাজেই তাহাদের ছাড়িয়া দিতে হইল।

সন্ধ্যা হইল, সকলে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন; রাত্রিকালে আবার রেডীর গল্প আরম্ভ হইল। রেডী কহিল, "আমরা যে জাহাজে আশ্রয় পাইলাম, তাহাতে কর্ম্মচারীর অভাব ছিল; তাই কাপ্তেন আমাদিগকে বলিয়া কহিয়া জাহাজের কাজে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ইংলণ্ডে যাইবার জন্য এবং আমি আমার মাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

কিছুদিন পরে আমাদের জাহাজ অন্য একটি বন্দরে গিয়া নোঙ্গর করিল। সেখানে অনেকগুলি সওদাগরী-জাহাজ চিনি বোঝাই করিতেছিল। আমরা জাহাজের খালাসীদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহারা শীঘ্রই ইংলণ্ডে যাত্রা করিবে; তবে তাহাদের লোকের বড় অভাব। এই কথা শুনিয়া আমাদের মনে কুবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল; আমরা ভাবিলাম, যদি কোনও কৌশলে পলাইয়া একবার এই জাহাজে উঠিতে পারি, তাহা হইলে কাপ্তেন আমাদের কথা কাহাকেও জানিতে দিবে না। কারণ, আমাদের মত দুই জন লোক পাইলে তাঁহার ইংলণ্ডে যাইবার পক্ষে খুব সুবিধা হইবে।

তার পর একদিন রাত্রি দুটার সময় আমি আর হেষ্টিংস পরামর্শ করিয়া আস্তে আস্তে জলে নামিলাম। যে জাহাজখানা ইংলণ্ডে যাইবে, সেই জাহাজ লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে সাঁতার কাটিতে লাগিলাম। কিন্তু কেপ-কলনির জাহাজের পাহারাওয়ালারা আমাদিগকে দেখিতে পাইল। আমরা তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটিয়া যাইতে লাগিলাম।

আমি সবেমাত্র জাহাজের কাছী ধরিয়াছি, উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় আমার পশ্চাৎ হইতে হেষ্টিংস চীৎকার করিয়া উঠিল ; দেখিতে দেখিতে এক বৃহৎ হাঙ্গর তাহাকে লইয়া ডুবিয়া গেল। ভয়ে আমার বুক কাঁপিতে লাগিল। আমি উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দুই ফিট উঠিতে না উঠিতেই আর একটা প্রকাণ্ড হাঙ্গর লাফাইয়া উঠিয়া আমার এক পায়ের জুতা মুখে লইয়া চলিয়া গেল !

আমি জাহাজে উঠিয়া কাপ্তেনের নিকট আমার দুঃখের কথা বলিলাম। কাপ্তেনের দয়া হইল ; আমাকে একটি গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন। কিছুদিন পরে আমি সেই জাহাজে চড়িয়া স্বদেশে পৌঁছিলাম।

স্বদেশে পৌঁছিয়া যখন আমাদের পল্লীর নিকটে উপস্থিত হইলাম, তখন কত আনন্দ,কত আশা, কত কল্পনা আমার মনে জাগিয়া উঠিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম,—যে সুন্দর পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে পল্লীর ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছি, যে পল্লীর নিরুপম শোভা দেখিয়া কত আনন্দ পাইয়াছি ; আজ কত বর্ষ, কত হর্ষ, কত দুঃখ পশ্চাতে ফেলিয়া, আবার সেই পল্লীর নিকটে উপনীত হইলাম !

আর একটু পরে যখন এই পল্লীর ভিতরে প্রবেশ করিব, যখন একটি ক্ষুদ্র কুটীর হইতে দুঃখিনী জননী ছুটিয়া আমার কাছে আসিবেন; আমি লজ্জায় ম্লান হইয়া নতমস্তকে তাঁহার চরণতলে পতিত হইব, অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার নিকট মর্জ্জনা চাহিব ;—না জানি মাতৃহৃদয়ে তখন কি আনন্দ ও স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে !

হায়, আমার কল্পনা-কুহক শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল ! আমার হৃদয় ছিন্ন শতদলের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ! এত দুঃখকষ্ট বিঘ্নবিপদের

পর যে জননীকে দেখিবার জন্য উৎফুল্লমনে উৎসুকচিত্তে প্রিয় জন্মভূমির দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলাম, আমার সে জননী আর বাঁচিয়া নাই! কেবল আমার উচ্ছৃঙ্খলতা, আমার অবাধ্যতা, আমার শৈশব-সুলভ চপলতার জন্যই তিনি অকালে এই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন!

আমি দুঃখে, শোকে ও মনস্তাপে কাঁদিতে লাগিলাম। কিন্তু এই মর্ম্মান্তিক ঘটনায় আমার শিক্ষা হইল, আমার স্বভাব বদলাইয়া গেল। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম,—"পিতা, আমি আমার জননীকে কত ক্লেশ দিয়াছি, সেই ক্লেশের জন্যই তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর! আমি জননীর স্নেহমাখা করুণ মুখখানি আর দেখিতে পাইব না, আর তাঁহার বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সুখী করিতে পারিব না; তবু যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন যেন তোমার কাছে পবিত্র থাকিতে পারি; তোমার বাধ্য হইয়া আমার চরিত্র সংযত ও জীবন উন্নত করিতে পারি।"

মাষ্টার উইলিয়ম, আমি আমার জীবনে এই সংকল্প কখনও বিস্মৃত হই নাই। আমি পুনরায় একখানি যুদ্ধ-জাহাজে একটি ক্ষুদ্র কর্ম্ম গ্রহণ করিলাম বটে, কিন্তু আমার চরিত্র বরাবর উন্নত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছি।

আমার জীবনের যে সকল ঘটনায় কিছু শিখিবার ছিল, তাহা সকলই বলা হইল। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সংসারে আমার কেহই নাই, হয় ত এই দ্বীপেই আমার মৃত্যু হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদিগকে স্বদেশে পাঠাইবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া যেন মরিতে পারি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

কত দিন গেল, রাত্রি গেল, কত ঋতুর পরিবর্ত্তন হইল ;—কখনও বর্ষাকাল আসিয়া মেঘ-গর্জ্জনে, জলপ্লাবনে ও ঝটিকায় এই দ্বীপবাসীদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার করিল ; কখনও শীত আসিয়া তরুলতাগুলিকে ভূষণবিহীন ও দ্বীপটিকে শ্রীহীন করিয়া ফেলিল ; কখনও বসন্ত সমাগমে তরুরাজি পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে এই দ্বীপের অধিবাসীদিগের ভাগ্যের কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

একদিন রেডী সমুদ্রের তীরে বসিয়া কখনও আকাশের মেঘ, কখনও সমুদ্রের জল, কখনও তীরের বালুকারাশি দেখিতেছিল ; হঠাৎ অনেক দূরে ধোঁয়ার মত কি দেখিতে পাইয়া দূরবীণ বাহির করিল ; দূরবীণের সাহায্যে একখানি জাহাজ দেখিয়া রেডীর কি আনন্দ ! রেডী তখনি ছুটিয়া মিষ্টার সিগ্রেবের কাছে গিয়া কহিল,— "একবার সমুদ্রের তীরে আসিয়া দেখুন, দূরে একখানা জাহাজ দেখা যাইতেছে।"

রেডীর কথা শুনিয়া মিষ্টার সিগ্রেব, মিসেস্ সিগ্রেব, মাষ্টার উইলিয়ম, জুনো, সকলেই ছুটিয়া সমুদ্রের তীরে আসিলেন। রেডী জাহাজের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি নারিকেল গাছের মাথায় প্রশান্ত জাহাজের নিশান বাঁধিয়া দিল ; প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিল।

কিন্তু কে বলিবে, বিধাতার ইচ্ছা কি ? হঠাৎ বাতাস বাড়িল ; সমুদ্রের জল যেন রাগে ফুলিয়া উঠিয়া দ্বীপের উপরে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি জাহাজখানা দ্বীপের নিকটেই আসিতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব ভাবিলেন, "আর আমাদের ভয়

নাই; বাতাসই হউক, ঝড়ই হউক, জাহাজখানা আমাদের দ্বীপে আসিয়াই লাগিবে।"

হায়, মিষ্টার সিগ্রেবের বৃথা আশা! জাহাজখানা দ্বীপের নিকটে আসিয়া একটি নিশান উড়াইয়া চলিয়া গেল। মিষ্টার সিগ্রেব ভগ্নমনে বিষন্ন মুখে বসিয়া পড়িলেন। রেডী তাঁহার কষ্ট দেখিয়া ব্যথিত হইয়া বলিতে লাগিল;—"দেখিতেছেন ত বাতাস কি রকম বিশ্রী, সমুদ্রের অবস্থা একেবারে ভাল নয়। আমার বোধ হয় এই জন্যই জাহাজের কাপ্তেন জাহাজখানা দ্বীপে লাগাইতে পারিল না। কিন্তু তাহা বলিয়া কাপ্তেন কি চিরদিনের মত আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে? আপনি বিশ্বাস করুন, আমরা একদিন যে স্বদেশে যাইতে পারিব, আজ তাহার সূচনা হইল।"

দুঃখের সময়, বিষাদের সময় সহজে কি মন প্রবোধ মানে? রেডীর সান্ত্বনায় কোনও ফল হইল না। সিগ্রেব পরিবারের কয়েকদিন বড় দুঃখ কষ্টে কাটিয়া গেল।

তার পর রেডী আর উইলিয়ম প্রতিদিনই সমুদ্রের তীরে যায়, প্রতিদিনই সমুদ্রের নীল জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকে; প্রতিদিনই শূন্যমনে ফিরিয়া আসে। কেবল একদিন উইলিয়ম একখানি নৌকার মত কি দেখিতে পাইল। রেডীকে কহিল, "দেখ রেডী, দূরে একটা বোট দেখা যাইতেছে না?"

রেডী কহিল, "তাই ত ও যে এক রকম নৌকা; নৌকায় দুটি স্ত্রীলোক!"

নৌকাখানি বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া দ্বীপের কাছেই আসিল। উইলিয়ম কহিল, "রেডি, হঠাৎ এ নৌকা কোথা হইতে আসিল? ঐ দেখ, নৌকাখানি ভাসিয়া বড় বড় ঢেউয়ের কাছে চলিল;

এখনই ডুবিয়া যাইবে; এস রেডি, আমরা নৌকাখানিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করি।”

রেডী কহিল, “নৌকাখানি বোধ হয় দূরে ঐ দ্বীপের কাছেই ছিল; হাওয়ায় এতটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। নৌকায় যে দুটি স্ত্রীলোক, উহারা হয় ত ঐ দ্বীপেই বাস করে। আহা, বেচারীরা এইবার বুঝি মারা যায়!”

রেডী ও উইলিয়ম দুজনেই ছুটিয়া গিয়া নৌকাখানিকে একটা চড়ার উপর টানিয়া তুলিল। নৌকার স্ত্রীলোক দুটি অসভ্যজাতীয়া হইলেও, তাহাদের মুখের গড়ন মন্দ নয়; চেহারায় বেশ একটু মাধুর্য্য আছে; তবে মুখের আঁকা বাঁকা উল্কিগুলিতে সে মাধুর্য্যটুকু নষ্ট হইয়াছে। স্ত্রীলোক দুটি তরুণবয়স্কা, তাহাদের বয়স কুড়ি পঁচিশের অধিক নহে।

উইলিয়ম কহিল, “রেডি, দেখ, মেয়েটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আজ বোধ হয় কিছুই খায় নাই। আমি যাই কিছু খাবার লইয়া আসি।”

রেডী কহিল, “যাও জুনোর কাছে ইহাদের কথা বলিও; আর গরম-গরম কিছু খাবার লইয়া আসিও।”

উইলিয়ম অল্প সময়ের মধ্যেই খাবার লইয়া আসিল। কিন্তু মেয়ে দুটিকে কিছু খাওয়ান কঠিন হইল। তাহারা কিছুই খাইবে না। তবে রেডী ছাড়িবার পাত্র নহে; সে জোর করিয়া কিছু খাওয়াইয়া দিল। কিছু খাইতে পাইয়া মেয়ে দুটি একটু সুস্থ হইল।

তখন মিষ্টার সিগ্রেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেয়ে দুটিকে দেখিয়া তাঁহার মুখ বিষণ্ণ হইল। রেডীকে কহিলেন, “রেডি, আমি এ মেয়ে দুটিকে দেখিয়া সুখী হইতে পারিতেছি না। মেয়ে দুটি ফিরিয়া যখন দেশে যাইবে, দেশের লোকের নিকট আমাদের

কথা বলিবে, তখন কি সেই অসভ্যেরা চুপ করিয়া থাকিবে? হয় ত তাহারা এই দ্বীপে আসিয়া উৎপাত করিবে।”

রেডী। উৎপাত করা অসম্ভব নয়। তবে যদি এই মেয়ে দুটিকে বশ করা যায়, তাহা হইলে তেমন কিছু নাও হইতে পারে।

সিগ্রেব। তা, পরে যাহাই হউক, এখন ত মেয়ে দুটিকে সঙ্গে লইয়া চল।

মেয়ে দুটি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। রেডী ও উইলিয়ম তাহাদের হাত ধরিয়া, গৃহে লইয়া গেল। মিসেস্ সিগ্রেবের দয়ার শরীর; তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া খুসী হইলেন; তাহাদের আদর করিয়া খাবার দিলেন। তাহারা কিছু খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মিসেস্ সিগ্রেব অল্প দিনের মধ্যেই মেয়ে দুটিকে বশ করিয়া ফেলিলেন। তিনি আকারে ইঙ্গিতে তাহাদিগকে যাহা বলিতেন, মেয়ে দুটি তাহা বুঝিতে পারিত; তাহারা গৃহকার্য্যে জুনোর সাহায্য করিত। মিসেস্ সিগ্রেব তাহাদিগকে কতকগুলি ইংরাজী কথাও শিখাইয়াছিলেন। মেয়ে দুটি সকলেরই স্নেহের পাত্রী হইল।

কিন্তু তাহাদের মনে মনে যে কি ছিল, তাহা কে জানে? সকলেই মেয়ে দুটিকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। এই সুযোগে তাহারা একদিন রাত্রি কালে লোহার পেরেক, গজাল ও আরও অনেক জিনিষ লইয়া, তাহাদের নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া গেল। রেডীর মনে বড় ভয় হইল। রেডী মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল, “কাজটা বড়ই খারাপ হইল। মেয়ে দুটি দেশে গিয়া আত্মীয় স্বজনের কাছে যখন আমাদের কথা বলিবে, আমাদের জিনিষগুলি দেখাইবে, তখন তাহারা অবাক্ হইয়া যাইবে; এবং দল বল জুটাইয়া এই দ্বীপে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।”

সিগ্রেব। আমি ত সে কথা আগেই বলিয়াছি। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন আমাদের কি করা উচিত, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক।

রেডী। অসভ্যেরা এই দ্বীপে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলে রীতিমত যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধের জন্য অন্য একটি নিরাপদ জায়গায় বাড়ী তৈরি করা প্রয়োজন। চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া, নারিকেল গাছের বেড়া দিয়া, বাড়ীটিকে এমন সুদৃঢ় করিতে হইবে, যেন অসভ্যেরা সহজে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে।

সিগ্রেব। আর কি করিতে হইবে?

রেডী। অনেক দিনের খাদ্যসামগ্রী ও পরিষ্কার খাবার জল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে।

এই ঘটনায় মিসেস্ সিগ্রেবের মন বড় খারাপ হইয়া গেল। তিনি রেডী এবং মিষ্টার সিগ্রেবকে বলিতে লাগিলেন, "কেন যে একখানা জাহাজ আসিল, কেন সেখানা চলিয়া গেল, কেন যে দুটি অসভ্য মেয়ে আসিয়া আমাদিগকে বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল,—এ সকলি যেন প্রহেলিকা! এ প্রহেলিকার মর্ম্ম কিছুই বুঝি না; আমরা আমাদের ভবিষ্যতের কথাও জানি না। আমরা শুধু বলিতে পারি, হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

"রেডী। সে কথা সত্য। ঈশ্বরের যাহা ভাল মনে হইবে, তিনি তাহাই করিবেন।

ইহার পর রেডী আগের চেয়ে একটি নিরাপদ জায়গায় কয়েকখানি ঘর তৈরী করিল। বড় বড় নারিকেল গাছ পুতিয়া লম্বা এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিল। চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিল। তখন বাড়ীটি দেখিয়া সেটী যে কোন নিরাশ্রয় বিপন্ন ব্যক্তির বাসগৃহ তাহা আর মনে হইল না, সেটী যেন ছোট খাট একটি কেল্লা! মিষ্টার ও মিসেস্

সিগ্রেব বড়ই খুসী হইলেন; রেডীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাহার পর খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা হইল, বন্দুকগুলি পরিষ্কার করা হইল; কতকগুলি নূতন টোটা প্রস্তুত করা হইল। এইরূপে যুদ্ধের উদ্যোগে আয়োজনে কিছুদিন কাটিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

একদিন প্রভাতকালে তপনের কনক-রশ্মিপাতে যখন ধরণীর মুখশ্রী প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, যখন নির্জ্জন দ্বীপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতে-ছিল, যখন মৃদু বায়ু-হিল্লোলে সিন্ধুর নীল ঊর্ম্মিমালা কলতানে নৃত্য করিতেছিল; তখন রেডী দূরবীণের সাহায্যে অতিশয় মনোযোগের সহিত কি দেখিতে লাগিল। উইলিয়ম কহিল,—

"রেডি, তুমি যে অনেকক্ষণ একদিকে চাহিয়া রহিয়াছ! কিছু কি দেখিতে পাইয়াছ?"

রেডী। হয় আমার চোখে ধাঁধা লাগিয়াছে, নয় ত আমি কিছু দেখিতে পাইতেছি। আর দশ পনর মিনিট পরেই সব বুঝা যাইবে।

রেডী আবার চোখে দুরবীণ লাগাইয়া বলিল, "আমি যাহা ভাবিয়া-ছিলাম, তাহাই সত্য; দূরে কতকগুলি নৌকার পাল দেখিতে পাইতেছি।"

উইলিয়ম। কাহাদের নৌকার পাল?

রেডী। অসভ্যদের নৌকার পাল। দূরবীণটা লইয়া তুমি একবার চাহিয়া দেখ দেখি।

উইলিয়ম। এ যে পঁচিশ ত্রিশটি পাল দেখিতে পাইতেছি।

রেডী। যতগুলি পাল, নৌকাও ততগুলি ; এক একখানা নৌকায় পঁচিশ ত্রিশজন লোক আছে।

উইলিয়ম। বিপদ যে ভয়ানক ; উহারা ত এক ঘণ্টার মধ্যেই আসিয়া পড়িবে।

রেডী। তাহা পারিবে না ; উহাদের এ দ্বীপে আসিয়া পৌঁছিতে অনেকক্ষণ লাগিবে। কিন্তু আর সময় নষ্ট করা হইবে না। আমি এখানে একটু দাঁড়াই ; তুমি যাও, বাড়ীতে তোমার বাবাকে খবর দাও ; বন্দুক গুলি ঠিক্ কর ; বারুদের পিপে আর টোটাগুলি সাজাইয়া রাখ।

উইলিয়ম কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ীতে পৌঁছিল ; মিষ্টার সিগ্রেবের নিকট সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। মিষ্টার সিগ্রেব ছুটিয়া রেডীর কাছে আসিলেন ; অসভ্যদের সংখ্যা কত হইবে, জিজ্ঞাসা করিলেন। রেডী কহিল,—

"অসভ্যেরা সংখ্যায় পাঁচশ কি ছয়শ হইবে ; হয়ত আজ বিকালেই আমাদের আক্রমণ করিবে ; আমাদিগকে হত্যা করিয়া, আমাদের জিনিষ পত্র লুটপাট করিতে চেষ্টা করিবে ; কাজেই অমাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

অসভ্যেরা ক্রমশঃই দ্বীপের নিকটে আসিতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। রেডি একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। উইলিয়ম ও জুনো যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে লাগিল। খাবার জলের কুয়া একটু দূরে ছিল, সেইজন্য খাবার জল অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দেওয়া হইল।

একটু পরে দশখানি নৌকা দ্বীপের একটি ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। অসভ্যেরা পিঁপড়ার সারির মত নৌকা হইতে নামিতে লাগিল।

রেডী দেখিল, অসভ্যদের পরণে এক রকম অদ্ভুত যুদ্ধের পোষাক, মাথায় পাখীর পালকের টুপি, হাতে সড়্কি, বর্শা, ধনুক ও তীর।

অসভ্যদের সাজ সজ্জা দেখিয়া বেশ বুঝা গেল, তাহারা একটা কিছু মতলব করিয়া আসিয়াছে; খুব সম্ভব তাহারা যুদ্ধ করিবে। রেডী তাড়াতাড়ী বাহিরের ফটক বন্ধ করিয়া দিল এবং মিষ্টার সিগ্রেব ও উইলিয়মকে লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই সময় সহসা অসভ্যেরা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। মিসেস্ সিগ্রেব শিহরিয়া উঠিলেন। এলবার্ট ও কেরোলাইন ভয়ে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। মিষ্টার সিগ্রেব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রেডী আবার উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া অসভ্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে নীচে নামিয়া মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল,—

"আমাদের যেটুক সংশয় ছিল; এবার তাহাও দূর হইল; অসভ্যেরা অতি ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করিবে। একবার এখানে আসিয়া দেখুন তাহারা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া কিরূপ বিক্রমের সহিত অগ্রসর হইতেছে?

সিগ্রেব। তবে কি এখনই আমরা গুলি চালাইব?

রেডী। এখনও গুলি চালাইবার সময় হয় নাই; আপনি আর উইলিয়ম একটু অপেক্ষা করুন, আমি আর একবার তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দেখি।

রেডী উঁচু জায়গাটিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। অসভ্যেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিল; রেডীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া দশ বারটা বর্শা ছুড়িয়া মারিল। কিন্তু তাহাতে রেডীর কিছুই হইল না, বর্শাগুলি বেড়ার গায়ে ঝুলিতে লাগিল।

রেডী নীচে নামিয়া মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল, "এইবার অসভ্যেরা

আমাদের বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিয়াছে, জুনো আর মিসেস্ সিগ্রেব অমাদের সাহায্য করুন; আমরা তিন জনেই একসঙ্গে গুলি চালাইতে আরম্ভ করি।

অল্পক্ষণ পরেই গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম; একেবারে তিনটা বন্দুকের আওয়াজ হইল। মিষ্টার সিগ্রেব, উইলিয়ম ও রেডী বেড়ার ফাঁকে ভিতর বন্দুকের মুখ রাখিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিলেন। অসভ্যদের কতকগুলি জখম হইল; কতকগুলি মারা পড়িল কতকগুলি বিকট চীৎকার করিয়া বর্শা ছুড়িতে লাগিল; কিন্তু সে বর্শা নারিকেল গাছের বেড়ায় প্রতিহত হইয়া ব্যর্থ হইতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অসভ্যদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, সকলেই যখন নানা কাজে ব্যস্ত, সেই সময় টমির কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। সে যে ভাল মানুষটির মত বসিয়াছিল, তা নয়, যে গৃহে মিসেস্ সিগ্রেব খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, টমি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছিল; শেষে মিসেস সিগ্রেবের তাড়া খাইয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, যে এমন কাজ আর কখনও করিবে না।

এদিকে প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধ চলিল। তাহার পর অসভ্যেরা যখন দেখিল, তাহাদের মৃত্যু-সংখ্যা খুব বেশি হইয়াছে; বর্শা, তীর ফুরাইয়া আসিয়াছে, তখন তাহারা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। রেডী ও উইলিয়ম নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইল। রেডী কহিল, "অসভ্যেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছে, রাশি রাশি বর্শা, তীর ছুঁড়িয়াছে; কিন্তু



অসভ্যেরা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতেছে।　　৫২ পৃষ্ঠা

আমাদের কিছুই করিতে পারে নাই। মাষ্টার উইলিয়ম, তুমি বেশ যুদ্ধ করিয়াছ; তোমার একটি গুলিও ব্যর্থ হয় নাই। আমার মনে হইতেছিল, তুমি যেন কতকাল ধরিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে অভ্যস্ত হইয়াছ?"

মিসেস্ সিগ্রেব। রেডী, অসভ্যেরা কি এখন চলিয়া যাইবে?

রেডী। তাহা ত মনে হয় না। হয় ত যথাসাধ্য আমাদের অনিষ্ট করিবে। আমি দেখিতেছি, ইহারা অসভ্য হইলেও খুব সাহসী; বারুদ গুলির ব্যবহার জানে, নহিলে আমাদের বন্দুকের শব্দে খুব ভয় পাইত।

উইলিয়মের অতিশয় পিপাসা পাইয়াছিল। সে জুনোকে কহিল, "জুনো, আমার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, তুমি শীঘ্র এক গ্লাস জল লইয়া এস।"

জুনো জল আনিতে গেল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! খাবার জল একটুও নাই!"

"সে কি! এত জল সব ফুরাইয়া গেল!" বলিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। জুনো কহিল, "আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। মিসেস্ সিগ্রেব টমিকে দু তিনবার টবের জল আনিতে বলিয়াছিলেন। টমি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জল আনিয়া দিয়াছিল। মিসেস্ সিগ্রেব এজন্য তাহাকে "ভাল ছেলে" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমার বোধ হয়' টবের জল অনেকটা দূরে ছিল বলিয়া, টমি অতটা কষ্ট স্বীকার করে নাই; নিকটে যে খাবার জল ছিল, তাহাই আনিয়া দিয়াছিল।"

জুনোর কথাই সত্য হইল। টমি যে শুধু তাহার মাকেই জল আনিয়া দিয়াছিল, তাহা নয়; সে খেলা করিয়া সমুদয় জলই নষ্ট করিয়াছিল। এখন ধরা পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল,

তবুও অসভ্যদের আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মিষ্টার সিগ্রেব রেডীকে কহিলেন,—"অসভ্যেরা এখন কি করিতেছে, একবার দেখিলে হয় না ?"

রেডী খুব সতর্ক ভাবে বাড়ীর বাহির হইল; ধীরে ধীরে একটা নারিকেল গাছের উপর উঠিল; ধীরে ধীরে নীচে নামিল; ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল,—

"অসভ্যেরা দিনের বেলায় আর আমাদের আক্রমণ করিবে না। কিন্তু তাহাদের ভাব গতিক দেখিয়া মনে হইল, তাহারা রাত্রিকালে যুদ্ধ করিবে। আমাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

রাত্রিকালের যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন ঠিক হইল। কিন্তু খাবার জলেরই অভাব। সকলে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। ছোট ছেলে মেয়েরা জল জল করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব রেডীকে কহিলেন,—"খাবার জলের কুয়াটির খুব নিকটেই আমাদের বাড়ী করা উচিত ছিল। আমি আগেই তাহা বলিয়াছিলাম।"

রেডী কহিল, "বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জায়গাটি যে রকম সেঁত্‌সেতে, সেখানে বাড়ী করিলে আমাদের স্বাস্থ্য কি ভাল থাকিত ? আমরা একটি পাহাড়ের মতন উঁচু জায়গায় আছি বলিয়াই অসভ্যেরা সহজে আমাদের অনিষ্ট করিতে পারিতেছে না; আমরা সেই কুয়ার কাছে থাকিলে কি আর রক্ষা ছিল ?"

হঠাৎ অসভ্যেরা চীৎকার করিয়া উঠিল; সে চীৎকারে ছেলেদের কান্না থামিয়া গেল; উইলিয়ম একটু ঘুমাইয়াছিল, সে জাগিয়া উঠিল। অসভ্যেরা ধেই ধেই নৃত্য করিতে করিতে তীর, ধনুক ও বর্শা লইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব, উইলিয়ম ও রেডী আবার গুলি চালাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ হইল, অনেক

অসভ্য জখম হইল, অনেক অসভ্য মারা পড়িল। তার পর তাহারা যখন দেখিল, কিছুতেই আর জয়ের আশা নাই, তখন সঙ্গীদের মৃতদেহ কাঁধে লইয়া নৌকায় চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অসভ্যদের আক্রমণের প্রতীক্ষায়, একটি দিন কাটিয়া গেল, তবু তাহারা আক্রমণ করিল না। বিকালে রেডী নারিকেল গাছে উঠিয়া তাহাদের কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করিতে লাগিল। রেডী দেখিল, তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নারিকেল গাছ কাটিতেছে, আর তাহার পাতা রাশীকৃত করিয়া রাখিতেছে।

রেডী নীচে নামিল ; মিষ্টার সিগ্রেবকে কহিল,—"অসভ্যেরা বোধ হয় আজ রাত্রে আর আমাদের আক্রমণ করিবে না। কিন্তু কাল যে একটা কিছু করিবে, তাহা নিশ্চিত। নহিলে নারিকেল গাছ কাটিয়া রাশীকৃত করিবে কেন? হয় ত এই সকল গাছ এবং পাতা আমাদের গৃহের চারিদিকে স্তূপাকার করিয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দিবে ; আমাদিগকে পুড়াইয়া মারাই হয় ত উহাদের উদ্দেশ্য।

রাত্রি হইল। তখন অন্য সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল, শুধু মিষ্টার সিগ্রেব ও রেডী পালা করিয়া জাগিতে লাগিলেন। কিন্তু খাবার জলের অভাবে আজ দুই দিন কাহারও ভাল করিয়া খাওয়া হয় নাই। রাত্রি বারটার সময় ছেলে মেয়েরা পিপাসায় কাতর হইয়া শুষ্ককণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব ছেলেদের কান্না সহিতে না পারিয়া, উইলিয়কে ডাকিয়া কহিলেন,—

"উইলিয়ম, আর ত খাবার জল না হইলে চলে না।" এই কাতর-

স্বর রেডীর কর্ণে প্রবেশ করিল। রেডী কি আর স্থির থাকিতে পারে? সে জীবন মরণ তুচ্ছ করিল; তখনি কূয়া হইতে জল আনিতে প্রস্তুত হইল; একটি মৃত অসভ্যের পোষাক পরিয়া আস্তে আস্তে কূয়ার দিকে যাইতে লাগিল। উইলিয়ম বন্দুক হাতে করিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে উইলিয়ম একটা শব্দ শুনিতে পাইল; তার পর কে যেন মাটীতে পড়িয়া গেল, কে যেন তাহাকে অস্পষ্ট স্বরে ডাকিতে বাগিল। উইলিয়ম তখনই ছুটিয়া বাহির হইল। কিন্তু কি ভয়ানক দৃশ্য! একটা অসভ্য রেডীর উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার বুকে সড়কি বিঁধাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। উইলিয়ম দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, এবং অসভ্যটার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল; গুলিতে অসভ্য মারা পড়িল বটে, কিন্তু গায়ে গুলি লাগিবার আগেই সে রেডীর বুকে সড়কি বিঁধাইয়া দিয়াছিল। রেডী ক্ষীণস্বরে উইলিয়মকে কহিল,—"জল আনিয়াছি। তুমি এই জল লইয়া ঘরে যাও। আমি হামাগুড়ি দিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইবার চেষ্টা করি।"

এদিকে মিষ্টার সিগ্রেব বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। রেডীর দিকে চাহিয়া তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি রেডীকে ধরিয়া প্রাচীরের ভিতরে লইয়া গেলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেডী, তুমি কি খুব ভয়ানক আঘাত পাইয়াছ?"

রেডী কহিল, "অতি গুরুতর আঘাত পাইয়াছি। এই আঘাতেই আমার মৃত্যু হইবে; সড়কি বুকের ভিতর বিঁধিয়া গিয়াছিল। উঃ, বড় পিপাসা! উইলিয়ম, শীঘ্র আমাকে জল দাও।"

রেডীকে জল দেওয়া হইল; জল পান করিয়া রেডী কহিল,

"আমাকে নারিকেল পাতার উপরে শোয়াইয়া রাখুন। আপনারা শীঘ্র গিয়া ছেলে মেয়েদের জল দিন!"

সিগ্রেব। জইলিয়ম, তুমি জল লইয়া তোমার মায়ের কাছে যাও; আমি রেডীর কাছে থাকি।

উইলিয়ম। না বাবা, আমাকে অন্য কোথাও যাইতে বলিও না। তাহাতে আমার বড় কষ্ট হইবে। আমি এখন রেডীর কাছেই থাকিব। যতটুকু রাত্রি আছে, রেডীর শুশ্রূষা করিব।

রেডীর প্রতি উইলিয়মের এই ভালবাসা দেখিয়া মিষ্টার সিগ্রের মনে মনে সুখী হইলেন। তিনি স্বয়ং জল লইয়া মিসেস্ সিগ্রেবের শয়নগৃহে গমন করিলেন। জল পাইয়া মিসেস্ সিগ্রেবের কি আনন্দ! তিনি তখনই ছেলে মেয়েদের জল খাইতে দিলেন। ছেলে মেয়েরা প্রাণ ভরিয়া জলপান করিয়া তৃপ্ত হইল। মিষ্টার সিগ্রেব পুনরায় রেডীর নিকটে গমন করিলেন। রেডী তখন পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। তাহার ক্ষত স্থান হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। রক্ত দেখিয়া রেডীর বড় ভয় হইল। রেডী কহিল,—

"উইলিয়ম, ক্ষত স্থানটি উত্তমরূপে বাঁধিয়া দাও। আমার বৃদ্ধ বয়স; অধিক রক্ত বাহির হইলে আর বাঁচিব না।"

উইলিয়ম নিজের সার্ট ছিঁড়িয়া রেডীর ক্ষত স্থানটি বাঁধিয়া দিল। মিসেস্ সিগ্রেব রেডীর কথা কিছুই শুনেন নাই। জলের জন্য তিনি তাহাকে ধন্যবাদ দিতে বাহিরে আসিলেন। কিন্তু বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রেডীর পার্শ্বে বসিয়া চোখের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। একটু পরে রেডীকে বলিলেন —

"হায় রেডী, তুমি আমাদের জন্য কি না করিয়াছ? অবশেষে

তোমার এমন যে মূল্যবান্ জীবন, তাহাও হারাইতে বসিয়াছ! জানি না, এখন আমাদের ভাগ্যে কি আছে, কোথায় কোন্ বিপদ্ প্রতীক্ষা করিতেছে! যদি এই সকল বিপদের মধ্যেও ঈশ্বর আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখেন, তাহা হইলে তোমার মহত্ত্ব কখনই ভুলিতে পারিব না।”

মিসেস্ সিগ্রেব অনেকক্ষণ রেডীর পাশে বসিয়া রহিলেন। রেডী ঘুমাইয়া পড়িল। ততক্ষণ তিনি তাঁহার শয়নগৃহে চলিয়া গেলেন। মিষ্টার সিগ্রেব অসভ্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। উইলিয়ম রেডীর কাছেই বসিয়া রহিল। তাহার হাসিমাখা মুখখানি একেবারে বিষাদে মলিন! উইলিয়ম রেডীকে বড়ই ভালবাসিত—বড়ই শ্রদ্ধা করিত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে অসভ্যেরা নারিকেল পাতার প্রকাণ্ড বোঝা বাঁধিতে লাগিল: বাঁধা শেষ হইলে, প্রত্যেক অসভ্য এক একটি বোঝা পিঠে লইয়া মিষ্টার সিগ্রেবের বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। কিন্তু বন্দুকের পাল্লার ভিতর আসা মাত্র মিষ্টার সিগ্রেব ও উইলিয়ম বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম বেশ ফল হইল, অনেকগুলি অসভ্য মারা পড়িল; তার পর অসভ্যেরা যেন নব উদ্যমে নবোৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ফটকের সম্মুখস্থ পরিখার নিকটে রাশি রাশি নারিকেল পাতা রাখিয়া ঢিপি তৈরী করিল এবং জয়ধ্বনি করিয়া, অসুর-বিক্রমে মিষ্টার সিগ্রেবের বাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব ও উইলিয়ম প্রাণপণে বন্দূক ছুড়িতে



একটা অসভ্য রেডীর বুকে সড়কি বিধাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে; উইলিয়ম অসভ্যটার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল।

৫৭ পৃষ্ঠা।

লাগিলেন ; কিন্তু বন্দুকের গুলি পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ নারিকেল পাতার ঢিপিতে ঠেকিয়া প্রতিহত ও ব্যর্থ হইতে লাগিল।

মিষ্টার সিগ্রেব এবার একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন ; কাতর-স্বরে উইলিয়মকে কহিলেন, "উইলিয়ম, আর আমাদের রক্ষা নাই। অসভ্যেরা এখন পরিখা পার হইবে, দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবে। এইবার এস, তোমার মায়ের নিকট শেষ-বিদায় লইয়া আসি। তার পর যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ যুদ্ধ করিব।"

মিষ্টার সিগ্রেবের কথাও শেষ হইল, অসভ্যেরাও বিকট উল্লাস-ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিয়া পার হইতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব বলিয়া উঠিলেন, "হায় উইলিয়ম, তোমার মায়ের কাছে গিয়া একবার ঈশ্বরের নাম করিয়া যে শেষ বিদায় লইব, তাহাও হইল না। ঐ দেখ, অসভ্যেরা আমাদের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। আর সময় নাই ; বন্দুক ধর ; যতক্ষণ প্রাণ আছে, যুদ্ধ কর।"

আবার তাঁহারা বন্দুক ধরিলেন ; প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না ; অসভ্যেরা বর্ষাকালের উন্মত্ত প্রস্রবণের ন্যায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর এক দল অসভ্য নারিকেল পাতার বোঝা আড়াল করিয়া গুলি ঠেকাইতে লাগিল ; এক দল বেড়া বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল ; আর এক দল দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মিষ্টার সিগ্রেব এবার সম্পূর্ণভাবে জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন ; উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উইলিয়মকে কহিলেন,—

"আর কেন ? আমাদের সকল কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে ; মানুষের ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা করা যায়, তাহা করিয়াছি ; এখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হও, ঈশ্বরের শরণ লও। হায়, আমি তোমাদের হতভাগ্য

পিতা! আমি আর কি বলিব? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, পরকালে যেন সকলে মিলিত হইতে পারি।”

এই সময় মিসেস্ সিগ্রেব অসভ্যদের ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনিয়া মিষ্টার সিগ্রেবের কাছে আসিলেন। সকলে মিলিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, “হে ঈশ্বর, তুমিই আমাদের পিতা; তুমিই আমাদিগকে এই পৃথিবীতে আনিয়াছ; এখন যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই সঙ্কট হইতে রক্ষা কর। নচেৎ, তোমার কাছে লইয়া যাও। যত অপরাধ করিয়াছি, মার্জ্জনা কর।”

প্রার্থনার পর হঠাৎ অসভ্যদের চীৎকার, অসভ্যদের লম্ফ ঝম্ফ—সকলই থামিয়া গেল; বজ্রনাদে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল; কামানের ভীষণ শব্দে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন!

একবার—দুবার—তিনবার,—এইরূপ অনেক বার কামানের শব্দ হইতে লাগিল। অসভ্যেরা ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কে কোথায় পলাইবে, কিরূপে প্রাণরক্ষা করিবে, কিছুই ঠিক্ করিতে না পারিয়া, সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর কামানের গোলা হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ নহে। অসভ্যেরা দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

উইলিয়ম আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, নিশ্চয়ই নিকটে কোন জাহাজ আসিয়াছে; নহিলে অসভ্যদিগের লক্ষ্য করিয়া কে আর কামান ছুঁড়িবে? আমাদের ভয় নাই; আমরা ঈশ্বরের করুণায় রক্ষা পাইব।” মিষ্টার সিগ্রেব কহিলেন, “করুণাময় ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ! এ ভীষণ সঙ্কটে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে রক্ষা করিলেন।”

আবার—আবার সেই দুর্জ্জয় কামান জল স্থল কম্পিত করিয়া ভীষণ শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল, অসভ্যেরা দ্রুতবেগে তাহাদের নৌকার দিকে

ছুটিয়া চলিল; দেখিতে দেখিতে অসভ্যদের মৃতদেহে সমুদ্রের তীর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মিষ্টার সিগ্রেব রেডীর কাছে গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। উইলিয়ম একটি নারিকেল গাছের উপরে উঠিল, এবং খুব জোরে জোরে বলিতে লাগিল,—"ঐ যে প্রকাণ্ড একখানা জাহাজ আসিয়াছে, জাহাজের লোকেরা অসভ্যদের গুলি করিতেছে। ঐ যে একখানা বোট যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, আমাদের নিকটে আসিতেছে। এইবার অসভ্যদের তিনখানা নৌকা ডুবিয়া গেল।"

তারপর জাহাজের লোকদিগকে বাড়ীর নিকটে আসিতে দেখিয়া উইলিয়ম গাছ হইতে নামিয়া পড়িল; তাড়াতাড়ি ফটকের দরজা খুলিয়া দিল। সম্মুখেই দেখিল, তাহাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত পরমাত্মীয় কাপ্তেন অস্‌বরণ!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবদূতের আবির্ভাবের ন্যায় কাপ্তান অস্‌বরণ হঠাৎ কোথা হইতে কিরূপে এই দ্বাপে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং বিপন্ন সিগ্রেব-পরিবারকে আসন্নমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন, তাহা জানিবার জন্য হয় ত সকলেই উৎসুক হইয়াছেন। পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে, দ্বীপের কিঞ্চিৎ দূরে একখানা জাহাজ আসিয়াছিল; জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রেডী একটি নিশান খাড়া করিয়াছিল; কিন্তু জাহাজখানা দ্বীপে আসিয়া লাগে নাই। কাপ্তেন যে রেডীর নিশান দেখিতে পান নাই, তাহা নহে, নিশানে কি লেখা আছে তাহা পর্য্যন্ত তিনি পড়িয়াছিলেন। তিনি তীরে জাহাজ লাগাইবার

জন্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু একটা উৎকট বাতাস বসিয়া জাহাজখাকে অন্য দিকে লইয়া গেল।

তার পর কাপ্তেন চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই দ্বীপের কাছে আসিতে পারিতেন। কিন্তু আসিতে অনেক দেরি হইত। দেরি হইলে তাঁহার বড় অনিষ্ট হইত। তিনি মহাজনের মাল বোঝাই করিয়া একটি বন্দরে যাইতেছিলেন। ঠিক্ সময় সে বন্দরে পৌঁছিতে না পারিলে, মালগুলি বিক্রী হইত না, মহাজনের নিকট তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইত। তাই তিনি মনে করিলেন, মালগুলি বিক্রী করিয়া আবার এই দ্বীপে ফিরিয়া আসিবেন এবং দ্বীপবাসীদিগকে মুক্ত করিবেন। অবশেষে তিনি তাঁহার গম্যস্থানে পৌঁছিলেন। সেখানে কাপ্তেন অস্‌বরণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বাণিজ্য উপলক্ষে তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিল। কাপ্তেন অস্‌বরণ জাহাজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু কিরূপে ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হইলেন, কিরূপে একখানি বোটের সাহায্যে সমুদ্র পার হইলেন, আগে সেই কথাই বলিব।

আমাদের স্মরণ আছে, প্রশান্ত জাহাজে কাপ্তেন অস্‌বরণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, মেকিণ্টস্ ও জাহাজের খালাসীরা জাহাজখানা ডুবি.ব বলিয়াই ঠিক্ করিয়াছিল; আপনাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কাপ্তেন অস্‌বরণকে লইয়া তাহারা একখানা বোটে উঠিয়া, সেখানা ভাসাইয়া দিয়াছিল।

তার পর অনুকূল বাতাস পাইয়া বোটখানা যখন অনেক দূরে চলিয়া গেল, তখন কাপ্তেন অস্‌বরণের জ্ঞান হইল। কিন্তু পাছে তিনি বোট ফিরাইয়া, আবার জাহাজের খোঁজ করিতে বলেন, সেই জন্য চতুর মেকিণ্টস্ এমন কৌশল করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল যে,

তাহাতে অস্‌বরণ বুঝিলেন,—প্রশান্ত জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে রেডী ও সিগ্রেব-পরিবারের নাম এ জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে।

সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কয়েক দিন পরে তাঁহারা দূরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলেন। অনেক কৌশলে সেই জাহাজের কাপ্তেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। জাহাজখানা তাঁহাদের নিকটে আসিল; তাঁহাদিগকে লইয়া এক বন্দরে নামাইয়া দিল। অস্‌বরণ মনের ক্ষোভে সেই বন্দরে রহিয়া গেলেন; জাহাজের কার্য্যের পরিবর্ত্তে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মনে সুখ হইল না; সিগ্রেব-পরিবারের স্মৃতি দুঃস্বপ্নের ন্যায় তাঁহার জীবনে যুক্ত হইয়া রহিল।

অবশেষে সেই বন্দরে আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত কাপ্তেনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল। পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। একদিন কথায় কথায় কাপ্তেন কহিলেন, "মিষ্টার অস্‌বরণ, এবার আমি যখন জাহাজ লইয়া একটী নির্জ্জন দ্বীপের নিকট দিয়া আসিতেছিলাম, তখন কয়েকটি বিপন্ন লোক 'প্রশান্ত' নামাঙ্কিত নিশান তুলিয়া, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য সঙ্কেত করিয়াছিল। কিন্তু একটা উৎকট বাতাসে আমার জাহাজখানা অনেক দূরে চলিয়া গেল; আমি তাই তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারি নাই। তবে শীঘ্রই সেই দ্বীপে যাইব, এবং তাহাদিগকে উদ্ধার করিব, এইরূপ সংকল্প করিয়াছি।"

কাপ্তেনের কথা শুনিয়া অস্‌বরণের নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অস্‌বরণ কাপ্তেনকে তাঁহার সমস্ত কাহিনী ভাঙ্গিয়া বলিলেন। পরে কহিলেন, "আমার বোধ হয় সিগ্রেব-পরিবারের কেহ কেহ এখনও

বাঁচিয়া আছেন। তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য আপনাকে আর ক্লেশ পাইতে হইবে না ; আমি নিজেই সেই দ্বীপে যাত্রা করিব।”

অস্‌বরণ তখনি নিউসাউথ্ ওয়েল্‌সের শাসনকর্ত্তার নিকটে চলিয়া গেলেন। শাসনকর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। শাসনকর্ত্তা সদয় হইয়া কহিলেন, “আমাদের গবর্ণমেণ্টের একখানা যুদ্ধ-জাহাজ আছে ; আপনি নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করিলে সেই জাহাজখানা দেওয়া যাইতে পারে।”

কাপ্তেন অস্‌বরণ সেই দিনই যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া সেই দ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দ্বীপের নিকটে পৌঁছিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, একদল অসভ্য উন্মত্ত হইয়া একটি বাড়ী আক্রমণ করিয়াছে ; বাড়ীর ভিতর হইতে অবিশ্রান্ত বন্দুকের আওয়াজ হইতেছে। অস্‌বরণ বুঝিতে পারিলেন, অসভ্যেরা মিষ্টার সিগ্রেবকে, অথবা তাঁহার পরিবারের যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।

অস্‌বরণ তখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। একবার, দুইবার, তিনবার—এইরূপ বহুবার কামান ছুড়িয়া সভ্যদের পরাস্ত করিলেন। তার পর তিনি জনকয়েক সৈন্য ও কিছু খাবার জিনিস লইয়া এক-খানি বোটে চড়িয়া দ্বীপে নামিলেন। দ্বীপে নামিয়া মিষ্টার সিগ্রেবের বাড়ীর দিকে গমন করিলেন। বাড়ীর কাছে উইলিয়মের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কাপ্তেন অস্‌বরণ আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে সিগ্রেব-পরিবারকে রক্ষা করিলেন। মিষ্টার সিগ্রেব ও মিসেস্ সিগ্রেব তাঁহার প্রশান্ত

মূর্ত্তি দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। কতক্ষণ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কাটিয়া গেল। কিন্তু কাপ্তেন অস্‌বরণ যখন রেডীর মর্ম্মান্তিক কাহিনী শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার মুখ বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ রেডীর নিকটে গমন করিলেন। রেডী কাতর দৃষ্টিতে একবার তাঁহার পানে ফিরিয়া চাহিল। তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষীণস্বরে কহিতে লাগিল,—

"কাপ্তেন অস্‌বরণ, আপনার হৃদয় যে কত মহৎ তাহা আমি জানি; আমি অনেক সময়ই ভাবিতাম, আপনি আমাদের সন্ধান করিবেন; একদিন এই দ্বীপে আসিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিবেন। আপনি উপযুক্ত সময়েই আসিয়াছেন। আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিই।"

অস্‌বরণ কহিলেন, "তোমার হৃদয় উন্নত, তুমি আমাকে ধন্যবাদ দিতে পার। কিন্তু আমি তোমার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। হায়, সেই ত এই দ্বীপে আসিলাম; আর দুদিন আগে কেন আসিলাম না? তাহা হইলে ত তোমাকে এই মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে হইত না! যাহা হউক, এখনও সময় আছে; এখনও তোমার চিকিৎসা করা যাইতে পারে। আমাদের জাহাজে একজন ডাক্তার আছেন, আমি তাঁহাকে এখনি লইয়া আসি।"

রেডী কহিল, "আপনি কাহার জন্য ডাক্তার আনিবেন? আমি কি আর বাঁচিব? আমি যে কি আঘাত পাইয়াছি, আপনারা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আর দু তিন ঘণ্টা পরেই এই পৃথিবীর সঙ্গে আমার যে কিছু সম্বন্ধ আছে, তাহা ছিন্ন হইয়া যাইবে।

"তা যা'ক; আমি সে জন্য দুঃখিত নই। আমি যে আমার তুচ্ছ জীবনের দ্বারা একটি বিপন্ন পরিবারের দুঃসময়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য

করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমার আনন্দ ; তজ্জন্য আমি আমার দয়ালু প্রভুকে কৃতজ্ঞ অন্তরে ধন্যবাদ দিই।"

রেডী নীরব হইল ; নীরবে প্রার্থনা করিতে লাগিল। মিষ্টার্ সিগ্রেব ও কাপ্তেন অস্‌বরণ অন্য গৃহে গমন করিলেন। উইলিয়ম্ রেডীর পার্শ্বে বসিয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে রেডী নয়ন উন্মীলন করিয়া ক্ষীণস্বরে উইলিয়মকে কহিল,—

"উইলিয়ম, উইলিয়ম, তুমি কি এখানে আছ? আমি আর তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। প্রিয় উইলিয়ম, আমি আর তোমার সুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইব না। তুমি এই অন্তিম সময় আমার কয়েকটি কথা শুনিয়া রাখ। আমাকে জলাশয়ের পার্শ্বস্থিত তরুকুঞ্জে কবর দিও। আমি সেই রমণীয় নির্জ্জন স্থানটিতে থাকিতে চাই। টমির শৈশবসুলভ চঞ্চলতাই যে আমার মৃত্যুর একটি কারণ, এ কথা তাহার নিকট গোপন রাখিও। ওঃ, বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর কিছু বলিতে পারি না। উইলিয়ম্, তুমি শীঘ্র যাও ; তোমার বাবাকে, তোমার মাকে, আর টমি, কেরোলাইন ও জুনোকে ডাকিয়া লইয়া এস ; আমি চিরদিনের জন্য তাঁহাদের কাছে বিদায় গ্রহণ করিব।"

উইলিয়ম সজলনয়নে তাহার পিতা এবং মাতার নিকট গমন করিল। তাঁহারা টমি, কেরোলাইন ও জুনোকে লইয়া রেডীর নিকট উপস্থিত হইলেন। রেডী অস্পষ্ট স্বরে তাঁহাদের নামোচ্চারণ করিয়া, ইহজন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিল। তাঁহারা নতজানু হইয়া রেডীর হস্ত চুম্বন করিলেন; তার পর অশ্রুসিক্ত নয়নে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুধু উইলিয়ম নতজানু হইয়া রেডীর দুখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে রেডীর শেষ নিশ্বাস পাত হইল; রেডীর পবিত্র আত্মা স্বর্গে চলিয়া গেল! মিষ্টার সিগ্রেব তাহা বুঝিতে পারিলেন; তিনি কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন;—

"আর কি, সব শেষ হইয়া গেল!"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রেডীর মৃত্যুতে সকলেই শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। মিষ্টার সিগ্রেব বলিতে লাগিলেন, "একমাত্র রেডীর করুণায় ও তাহার আশ্চর্য্য কার্য্য-কৌশলে আমরা রক্ষা পাইয়াছি। রেডী বাঁচিয়া থাকিলে আমি তাহাকে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দান করিতাম।"

মিসেস্ সিগ্রেব কহিলেন, "এক রেডীর অভাবে আজ আমার সকলই শূন্য বলিয়া মনে হইতেছে। আর তিন দিন আগে যদি কাপ্তেন অস্‌বরণ আসিয়া পৌঁছিতেন, আমাদিগকে স্বদেশে লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে কতই না সুখের বিষয় হইত! হায়, আজ আর এ দ্বীপ ছাড়িয়া যাইতে আমার মন উঠিতেছে না!"

উইলিয়মের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে উদাস মনে তাহার মাকে বলিতে লাগিল, "আমি বিশ্বাস করি, রেডী নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়াছে। আমারও ইচ্ছা হয়, আমি স্বর্গে রেডীর কাছে চলিয়া যাই।"

হায়, হতভাগিনী জুনো;— জুনোকে রেডী আপনার কন্যার মত ভালবাসিত, সর্ব্বদা তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিত; আজ সেই জুনো রেডীর অভাবে আপনাকে পিতৃহীনা অনাথিনী বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

ইহার পর, মিষ্টার সিগ্রেবের সীড্‌নি যাত্রা করিবার দিন ঠিক্‌ হইল। মিষ্টার সিগ্রেব তাঁহার পালিত পশুগুলির ভিতর হইতে কেবল দুটি কুকুর আর কয়েকটি মেষ সঙ্গে লইলেন; অন্যগুলিকে সেই দ্বীপে ছাড়িয়া দিলেন। তাহা ছাড়া তিনি একটি ঘরে চৌকি, বিছানা, চেয়ার টেবিল, প্লেট্‌, বাটী, গ্লাস এবং আরো নানা রকম দ্রব্যসামগ্রী রাখিয়া দিলেন। মিসেস্‌ সিগ্রেবকে কহিলেন, "ভবিষ্যতে যদি কোন বিপন্ন ব্যক্তি এই দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই সকল ঘর বাড়ী, জিনিস পত্রে তাহার অনেক উপকার হইবে।"

অবশেষে সকলে রেডীর জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ ধূম-উদ্গীরণ করিয়া সীড্‌নি যাত্রা করিল। উইলিয়ম উদাস মনে রেডীর কবরের দিকে চাহিয়া রহিল।

উপসংহার।

মিষ্টার সিগ্রেব সীড্‌নি পৌঁছিলেন। সীড্‌নি পৌঁছিয়া দেখিলেন, কর্ম্মচারীর কার্য্যকুশলতায় তাঁহার সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং মিষ্টার সিগ্রেবের তুল্য ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্মান প্রতিপত্তিও বর্দ্ধিত হইল। তিনি অনেক দিন জীবিত থাকিয়া সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত করিলেন।

সন্তানদিগের মধ্যে মাষ্টার উইলিয়ম একজন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ধার্ম্মিক জমিদার হইল। রেডীর পবিত্র স্মৃতি তাহাকে মহৎ এবং উন্নত করিয়া তুলিল; তাহার যশ ও খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মাষ্টার টমি একজন সাহসী সৈনিক কর্ম্মচারী হইল।

তার পর মিষ্টার সিগ্রেব ও মিসেস্‌ সিগ্রেব স্বর্গে চলিয়া গেলেন। জুনো বাঁচিয়া রহিল। জুনো উইলিয়মের সন্তানদিগকে "দ্বীপের কাহিনী" শুনাইত আর তাহারা কাঁদিয়া আকুল হইত।

যতীন্দ্র ও যামিনী

প্রথম সর্গ।

(১)

যতীনের মাতা ইন্দু, চিত্ত তার নিরমল,
মরমের বৃন্তে ফুটি আছে স্নেহ শতদল।
রয়েছে হৃদয়ে শুভ্র সরলতা শৈশবের,
সারা বেলা হাসি খেলা সঙ্গে শুধু যতীনের।
কভু যতীনের হাতে রঙিন্ খেল্না দিয়া,
নিজেই কাড়িয়া লয় যতীনকে কাঁদাইয়া!
কখন আদর, তার রাঙা ঠোঁটে হাসি ফোটে,
কখন দেখান ভয়, "মা" বলে' সে কেঁদে ওঠে।
মাতায় সন্তানে মিলে কত যে কৌতুক ছল,
রেখেছে আনন্দে তারা পূর্ণ করি ধরাতল!
কে বলিবে ক্ষুদ্র শিশু, তবু কি যে মায়া তার,
সুবিমল মুখে ফুটে জ্যোতি কোন দেবতার!
নিরখিয়া জননী যে ভুলেছেন আপনায়,
যতী ছাড়া যেন তাঁর নাহি কিছু এ ধরায়!

(২)

যতীনের পিতা চারু, অতি নম্র, অতি ধীর,
হৃদয়ে কলঙ্ক রেখা পড়ে নাই অবনীর।
কলেজে পড়েন তিনি তরুণ বয়স তাঁর,
আনন্দ ধরে না প্রাণে, পেয়ে পত্নী, সুকুমার।

কিন্তু হায়, এ কি খেলা নির্দ্দয় এ ধরণীর,
যতীনের নিরুপমা স্নেহময়ী জননীর
মৃত্যু হ'ল কন্যা হ'য়ে—যন্ত্রণায় প্রসবের ;
চারুর ফুরায়ে গেল সুখ শান্তি জীবনের !
বিকশিত পুষ্পটিকে ছিন্ন করি নিলে হায়,
সুকোমল বৃন্তটি যে শীর্ণ শুষ্ক হয়ে যায়।
চারুর হৃদয় শীর্ণ হ'ল শূন্য মরুময়,
যতীনের দুঃখে বুঝি পাষাণ বা দ্রব হয় !
বিহঙ্গম-শিশু যেন পক্ষপুটে জননীর,
ছিল সুখে রমণীয় শাখাটিতে বিটপীর ;
সহসা কে তীক্ষ্ণশরে পক্ষিণীরে মেরে যায়,
মাতৃহীন শিশু আজ নিঃসহায় নিরুপায়।
অতি দীন হাস্যহীন দুনয়নে অশ্রুজল,
রজনীতে ম্রিয়মাণ প্রভাতের শতদল।
কাতর হৃদয়ে চারু কাছে গিয়া যতীনের,
যতটুকু ভালবাসা ছিল তার হৃদয়ের—
সবটুকু দিয়া তার দুঃখ সে করিল দূর,
উঠিল যতীর মুখে হাসি ফুটে সুমধুর।

দ্বিতীয় সর্গ।

যে মেয়েটি রেখে ইন্দু তেয়াগিল তনু তার,
যামিনী তাহার নাম ;—সে ত নহে এ ধরার।
সে যেন চাঁদের মেয়ে—অমরায় পূর্ণিমায়
হেসে খেলে বেড়াইত সুবিমল জ্যোছনায় !

চাঁদ যেন ধরাতলে মেয়েটিকে রেখে তার,
চলি গেল, নাহি এল, দেখে নিশি অন্ধকার।
তাই যেন যামিনীর হাসি নাই অধরের,
সুধামাখা মুখে আঁকা ছায়াখানি বিষাদের!
হায় সে দুঃখিনী মেয়ে জন্ম হতে মাতা নাই,
"মা খেয়ে এয়েছ" তারে রমণীরা বলে তাই।
ছেলেরাও চুপি চুপি কহে তার পানে চেয়ে,—
'খেলিব না ওর সাথে উটি যে রাক্ষসী মেয়ে!'
যতীন তা শুনে শুনে ভাবে মনে রাত্রিদিন,
যামিনী না হ'লে যেন হ'ত না সে মাতৃহীন।
যতী তাই দেখিল না যামিনীর কাছে এসে,
সুন্দর পুষ্পের মত মুখখানি ভালবেসে।
হৃদয়ের ক্ষোভে শুধু অবহেলা শতবার,
ফুটিতে দিল না হায়, প্রাণটুকু বালিকার।
এখন যামিনী তবু একটুকু বড় মেয়ে;
আগে ত সে ছোট ছিল, দেখিত যখন চেয়ে,
প্রতিবেশী কুসুমেরে দাদা তার অশ্রুময়,
ভালবেসে হেসে খেলে কতই না কথা কয়।
তখন ভাবিত মনে, একটুকু ভালবেসে,
হাসিত খেলিত যদি দাদা তার কাছে এসে।
সুখে প্রাণ ভেসে যেত; বৃথা আশা, তা কি হয়;
ঘৃণা ক'রে যামিনীরে অতি দূরে যতী রয়।
আগে মনে সাধ যেত মাতৃহীনা বালিকার,
থাকিতে পিতার কাছে ভাইটীর মত তার;

বেড়াতে সোণার সাঁঝে রম্য তীরে তটিনীর,
সাজাতে কুসুম তুলি ছবি খানি জননীর।
দিল না যতীন শুধু কাছে যেতে জনকের,
মিটাইতে আশা টুকু ক্ষুদ্র শিশু হৃদয়ের।
এখন সে বুঝিয়াছে, জন্ম তার হ'ল, তাই
মৃত্যু হ'ল জননীর, মাতৃহীন হ'ল ভাই।
কেন বা সে বুঝিবে না? দিদিমা ত ব'লে যায়,
"অলক্ষুণে মেয়ে তোর অমঙ্গল পায় পায়।"
তাই সে পিতার কাছে চায় না ক' যেতে আর,
তাই সে রাখে না আশা যতীনের মমতার।
তাই সে মায়ের মত স্নেহময়ী হ'য়ে চায়,
ভাইকে করিতে সুখী শুধু তার মমতায়।
তাই সে যখনি দেখে রুগ্ন-শয্যা-পরে ভাই,
একেলা রয়েছে শুয়ে কাছে তার কেহ নাই;
তখনি সঙ্কোচে ভয়ে যতীনের পাশে যায়,
একখানি স্নেহকর বুলাইতে থাকে গায়।
অন্য করে পাখা খানি লয় যেই প্রীতিভরে,
যতীন চারুকে ডেকে কহে ক্রন্দনের স্বরে;
"ওকে যেতে বল বাবা, কেন আসে কাছে মোর,
কেন করে জ্বালাতন, আমি কি করেছি ওর?"
যামিনী চলিয়া যায় ফেলিয়া নয়ন-নীর,
করিতে পারে না হায় দুঃখ দূর ভাইটির।

তৃতীয় সর্গ।

(১)

চারু যাবে কলিকাতা, কাজ পেয়ে কলেজের,
সাথে যাবে যতী, তাই সীমা নাই হরষের।
মনটুকু শুধু তার উচ্ছ্বসিত কল্পনায়,
কত দৃশ্য নিরখিবে, কলিকাতা যদি যায়।
শুনিয়া তা যামিনীর ভাঙ্গা প্রাণ ভেঙ্গে গেল,
অভিমান তেয়াগিয়া যতীনের কাছে এল;
কাঁদিয়া কহিল, "দাদা, মোর পানে ফিরে চাও,
আমারেও কলিকাতা সাথে ক'রে লয়ে যাও।"
উপেক্ষা করিয়া হায়, কথাটি না ক'য়ে ভাই,
দূরে গিয়া দাঁড়াইল; যামিনী ভাবিল তাই,
কহিবে পিতার কাছে হৃদয়ের কথা তার;
সঙ্কোচ সরমে বলা হ'ল না ক' বালিকার।
কলিকাতা গেল পিতা, গেল প্রিয়তম ভাই,
যামিনীর কি বিষাদ, বলিবার ভাষা নাই।
উদাস হইয়া গেল শিশু মনটুকু তার,
ধরণীতে রহিল না কেহ যেন আপনার।
কেঁদে কেঁদে শীর্ণ হ'ল, স্বর্ণ তনু সুকুমার,
রজনীর শেষে যেন, ম্লান আলো জ্যোছনার!
ঝরিয়া পড়িল যেন, শাখা হ'তে শুষ্ক ফুল,
চরণে দলিয়া গেল নিরমম পান্থকুল।

(২)

কলিকাতা গিয়া চারু অবসর নাহি পায়,
নিরন্তর নানা কাজে নানা দিকে চলি যায়।
যতী তাই সারাদিন একা রহে শূন্য ঘরে,
গ্রামটির শতকথা শুধু তার মনে পড়ে।
মনে পড়ে, ধূ ধূ মাঠ—স্বর্ণ শস্যে শোভা পায়,
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী এসে উড়ে যেন কোথা যায়!
কুসুমিত তরুলতা সুশোভিত নদীতীর,
রজনীর শেষে গান তরণীতে বাঁশরীর।
মনে পড়ে, আর সেই দুনয়নে অশ্রুজল,
মুখখানি যামিনীর—নিরুপম নিরমল।
উদাস হৃদয়ে তাই কি যে যতী ভাবে হায়,
রজনীর নিদ্রা তার স্বপ্নে শুধু কেটে যায়।
একদিন স্বপ্নে যতী দেখে যেন উষাকালে,
তরু শাখে ফুটে ফুল স্বর্ণময় রশ্মিজালে।
কাঁপায়ে কোমল পাতা, বহিয়া সুরভি ভার,
ধীরে বহে সমীরণ, পাখী ঢালে সুধাধার।
তখন সে পিতৃ সনে কলিকাতা চলি যায়,
যামিনী ধূলায় পড়ি কাঁদে দুঃখ-যাতনায়।
সহসা এ কি এ দৃশ্য! যতীন দাঁড়াল থেমে,
অরুণের রশ্মি হ'তে স্বর্ণরথ এল নেমে!
রথে রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া জননী তার,
কুন্তলে কুসুম রাজী, কণ্ঠে মতি মুক্তাহার।

আলোকে নির্ম্মল তনু, পুলকে উজ্জ্বল কায়,
কোমল করুণা, প্রীতি সুধা-মুখে ঝরে যায়!
মাতা যেন ধীরে ধীরে যামিনীর কাছে গিয়ে,
কহিল আননে তার আদরের চুম' দিয়ে,
"কাঁদিস্ না মা আমার, আয় মোর কোলে আয়,
স্বর্গের কুসুম তুই নেমে এলি এ ধরায়,
বুঝিল না তোরে কেহ, পেলি না আদর তাই,
চল্ মা, আমার সাথে আমি তোরে নিয়ে যাই।"
তখনি মা সুকোমল কোলে নিয়া যামিনীরে,
বসিলেন স্বর্ণরথে; রথ খানি ধীরে ধীরে
আকাশে উঠিল দেখি, যতীন কাঁদিয়া তার,
বোনকে কহিল, "বোন, ফিরিলাম, আমি আর
যাব না ক কলিকাতা, কাছে কাছে রব তোর,
দেব তোরে ভালবাসা, যতটুকু আছে মোর।
যাস্‌নে যামিনী তুই আয় নেমে কাছে আয়,
তুই গেলে রবে আর কে আমার এ ধরায়!"
শুনিয়া মা যামিনীরে কহিলেন, "তুই আর,
যাস্‌নে যতীর কাছে, আদরিণী মা আমার।
কত দুঃখ দিল তোরে, নির্ম্মম হৃদয়হীন,
আয় মোর স্নেহ-বুকে, থাক সুখে চিরদিন:"
যামিনী কহিল, "মোরে দাদা ভাল না বাসুক,
আমি তারে ভালবাসি, দেখে তার হাসি মুখ।
সুখে বুক কেঁপে ওঠে, স্নেহে প্রাণ ভ'রে যায়,
দাদার নিকটে নেমে রেখে এস মা আমায়।"

মা কেন শুনিবে তাহা, স্বর্ণরথ দ্রুতবেগে,
অদৃশ্য হইয়া গেল, আকাশের স্বচ্ছ মেঘে।
স্বপ্ন দেখি যতীনের মনে রহিল না সুখ ;
যামিনীর অশ্রুজল, যামিনীর ম্লান মুখ,
যামিনীর শতদুঃখ ভেবে ভেবে নিশিদিন,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে—বালিকা সে মাতৃহীন,
আমারে বেসেছে ভাল, আমি দিনু ছিঁড়ে তার,
ললিত লতিকা-সম প্রাণটুকু সুকুমার !

(৩)

কতদিন পরে চারু কাজে পেয়ে অবসর
চেয়ে দেখে যতীনের মধুমাখা মনোহর
মুখখানি দুঃখে ভরা, দুনয়নে ধারা বয় ;
কি করিলে যতীনের শূন্য মন পূর্ণ হয়,
চারু তাই ভেবে তারে নিয়ে গেল আলিপুর ;
বাগানেতে গিয়া যতী দেখে ঘুরে কত দূর ;—
বানরের অন্ত নাই শত জাতি শত রং,
হাসি নাহি রাখা যায়, করে তারা কত ঢং !
ভালুক, গণ্ডার, সিংহ, বাঘ—সে কি জানোয়ার,
ডাক শুনে তাক্ লাগে, বাক্ নাহি সরে আর।
জিরাফ, হরিণ, জেব্রা, নীল গাই মনোহর,
ছবি আঁকা স্বর্ণ পাখা কত পাখী কিবা স্বর !
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ গায়ে ছাপ চক্রাকার,
আরো কত শত প্রাণী লেখা জোখা নাহি তার !
সকলি দেখিল যতী ; চারু তারে পুনরায়,

যাদুঘরে নিয়ে গেল ; নিরখিল যেন তায়—
উপকথা সম এক মায়াপুরী শোভাময়,
মায়াবিনী সাতকন্যা গুপ্ত কোন্ গৃহে রয় !
জানে তারা কি কুহক মায়ামন্ত্রে অতুলন,
পশু পক্ষী প্রাণীদের রাখিয়াছে অচেতন !
যেন তারা হীরা, মতি, মণি, মুক্তা স্বর্ণ আনি,
সাজায়ে রেখেছে অতি অপরূপ পুরীখানি !
এইরূপ নিরুপম কত শোভা কত বার,
নিরখি যতীন শুধু ভাবে মনে আপনার,
দুঃখিনী যামিনী যদি এ শোভা দেখিত এসে,
সরল হৃদয় খানি কত সুখে যেত ভেসে।
আমিই ত ফেলে তারে চলে এনু উপেক্ষায়,
না জানি করুণ নেত্রে কত অশ্রু ঝরে যায় !

চতুর্থ সর্গ।

(১)

কি জানি কি পত্র পেয়ে চারু যাবে দেশে তাই
যতীর বয়ানে আর বিষাদের ছায়া নাই।
হরষে দোকানে গিয়ে, বেছে বেছে সারা বেলা,
রেশমী জ্যাকেট, শাড়ী, "রাঙাছবি," "হাসিখেলা,"
রঙিন্ খেলনা কেনে ; দেশে গিয়া আপনার,
বোনটিকে ভালবেসে দিবে স্নেহ-উপহার।
পেয়ে আহা যামিনীর কত যে হইবে সুখ,
কল্পনায় যতীনের ফুটে উঠে হাসি মুখ।

মনে ভাবে, যে বালিকা দিতে এসে স্নেহ তার,
অশ্রু ফেলি চলি' যেত পেয়ে ঘৃণা তিরস্কার।
সে যখনি নিরখিবে লাজে নত শিরে ভাই,
স্নেহ-উপহার লয়ে এসেছে তাহার ঠাঁই ;
কত যে পুলকে দুটি নয়নে ঝরিবে জল,
সরমে পড়িবে ঢলি প্রাণটুকু সুকোমল।

(২)

চারু শত চিন্তা ল'য়ে, যতী সুখ কল্পনায়;
কতদিন পরে দেশে ফিরে এল পুনরায়।
যতীন দেখিল ঘুরে গ্রামটির চারিদিক,
সেই মাঠ, সেই ঘাট, সেই সবি আছে ঠিক ;
শুধু তারে দিতে এসে ভালবাসা নিরমল,
উপেক্ষায় চলে যেত ফেলিয়া যে অশ্রুজল,
আজ সে যামিনী নাই, নাই সে এ রাজ্যে আর,
শ্মশানে রয়েছে পড়ি রাশি রাশি ভস্ম তার !
ধীরে ধীরে যতী গিয়া শ্মশানেতে যামিনীর,
কহিল কাতরে, ফেলি নয়নের অশ্রুনীর,
"আয় বোন, স্বর্গ হ'তে একবার নেমে আয়,
দেখে যা, নয়ন-জলে আঁখি মোর ভেসে যায় !
কাছে এসে দাদা বল, শুনি স্বর সুধাময়,
দেখে নি জন্মের মত একবার,—বেশী নয়।"
বৃথা আশা যতীনের, এল না ভগিনী তার,
সে গেছে সে চলে গেছে, ফিরে সে কি আসে আর !